মননশীল ইসলামী মাসিক

জিজ্ঞাসা

অক্টোবর-২০১১

- দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলাম
- ইসলাম ও সেক্যুলারিজম: ডা. জাকির নায়েক
- আরব আমিরাতের সাবেক এমপি নাজলা আওয়াদির সাক্ষাৎকার
- আপনার জিজ্ঞাসা: জবাব দিয়েছেন
  মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

সম্পাদকের চিঠি

প্রিয় পাঠক

আস্‌সালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা ভাল আছেন। তবে আমাদের সব দিন একরকম যায়না। সুখ-দুঃখ মিলেইতো জীবন। এর মধ্যেই আমাদের জীবন-যাপন করতে হয়। আমাদের জীবনের আছে নানা পর্যায়। শৈশব-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য, জীবনের এই নানা পর্যায় শেষে আমাদের ইহলোক ত্যাগ করে যেতে হয় পরলোকে। ইহকাল হলো কর্মের কাল, আর পরকাল হলো ফলভোগের কাল। এজন্যই বলা হয়ে থাকে 'যেমন কর্ম তেমন ফল।'

শৈশব-কৈশোর হলো নিজকে গঠনের কাল। এ সময়টায় পিতা-মাতা, পরিবার, শিক্ষাঙ্গন ও সমাজ ভবিষ্যত নাগরিকদের গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্য রয়েছে। এ জন্যইতো বিশ্ব শিশুদিবসে এখনো শিশুকিশোরদের কথা, শিশু পরিবেশের কথা বিশেষভাবে উচ্চারণ করা হয়। মানুষ শিশু অবস্থায় যেমন অসহায় থাকে, তেমনি কৈশোর-যৌবনের পর আবার অসহায় হয়ে পড়ে বৃদ্ধাবস্থায়। জীবনের দীর্ঘ সময় সমাজ-সংসারের জন্য কাজ করতে করতেই এক সময় মানুষ বৃদ্ধ হয়, প্রবীণ হয়- কিন্তু এই প্রবীণদের প্রতি সেবা-যত্ন ও সম্মান প্রদর্শনে আমরা কতটা সচেতন? বিশ্ব প্রবীণ দিবসে এই কথাগুলো আজো বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়।

প্রিয় পাঠক, আমাদের ধর্ম শিশু-কিশোরদের গঠনের কাজটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। উত্তম তালিম-তরবিয়াত হলো শিশুদের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার- একথা রাসূল (স:)-এর। এছাড়া রাসূল (স:) পিতা-মাতার সাথে, প্রবীণদের সাথে উত্তম আচরণের জন্য দিয়েছেন বিশেষ তাগিদ। রাসূলকে ভালবাসলে তো তাঁর কথাকে আমাদের মানতে হবে। আর আচরণইতো হলো ভালবাসার উত্তম প্রকাশ। আসুন আচরণের মাধ্যমে আমরা প্রকৃত রাসূলপ্রেমিক হই।

দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলাম

জাফর আহমাদ

'দারিদ্র্য' বিমোচনে ইসলামের চেয়ে সুন্দর কর্মসূচী অন্য কোন ব্যবস্থায় নেই। ইসলামের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হলো মানুষ তথা মানবতার কল্যাণ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তোমরাই শ্রেষ্ট জাতি। মানবতার কল্যাণের জন্যই তোমাদের প্রেরণ করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দিবে, মন্দ কাজ নিষেধ করবে।" (আল কুরআন : ৩ : ১০৩) উম্মাহ প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হলো, মানবতার কল্যাণ। তারা সমাজের মানুষ যাতে সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারে এবং একটি সুখী-সমৃদ্ধির সমাজ গড়ে উঠে সেই জন্য ভাল ও কল্যাণমূলক কাজ চালু করবে। পক্ষান্তরে মানুষের অশান্তি হয় বা মানুষের সুখ কেড়ে নেয় সে জাতীয় কু-কর্ম ও দূরাচারগুলো সমাজ থেকে সমূলে উচ্ছেদ করবে। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে, অন্যান্য নবীয়ে আকরামগণ তাঁদের উম্মতদের মাগফিরাত ও হিদায়াত কামনা করেছেন, আর মানবতার মুক্তির দিশারী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম এগুলোর সাথে সাথে এ দো'আও করেছেন, "হে পরোয়ারদিগার! এরা পায়ে হেটে চলে এদের সওয়ার দাও। হে পরোয়ারদিগার! এরা উলঙ্গ, এদের কাপড়ের ব্যবস্থা করো। হে প্রভু! এরা ভুখা, এদের পেটভরে খাবার দাও।" (সুনানে আবু দাউদ) হুযুর সঃ আরবদের চারিত্রিক অধপতন দেখে যতটুকু কষ্ট পেতেন, অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখে ততটুকুই কষ্ট পেতেন। সহিহ মুসলিম শরীফে হযরত জরীর বিন আবদুল্লাহ রাঃ বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়াতের কিয়দাংশ হলোঃ "আমরা একদিন রাসুলুল্লাহর সঃ সাথে ছিলাম। হঠাৎ একটি সম্প্রদায়ের লোক কম্বল উড়িয়ে, তরবারি ঝুলিয়ে, খালি পায়ে রাসুলের খেদমতে এসে হাযির হলো, ওদের দুরবস্থা দেখে রাসুলুল্লাহর সঃ চেহারার রং বদলে গেল। তাঁর কাছে ঐ অবস্থা এতই অসহনীয় ছিল যে, তিনি প্রথমে ঘরের ভেতরে চলে যান। কিন্তু সেখানে এই দুঃস্থদের সাহায্য করার মতো কোন জিনিস না পেয়ে ব্যথিত অবস্থায় ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন তিনি বেলালকে ডেকে পাঠিয়ে আযান দিতে বললেন। যদিও সেটি জুমাবার ছিল না তবু তিনি মিম্বরে আরোহন করে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়লেনঃ "হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় করে চলো, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (আন নিসা : ১) এভাবে তিনি আরো কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। দেখতে দেখতে দানের বারিবর্ষণ শুরু হলো। রাসুলুল্লাহর সঃ চেহেরার ফিকে রং আবার ঝলমলিয়ে উঠলো।" দারিদ্র বিমোচনের জন্য ইসলামের টুলসগুলোর (যাকাত, উশর, ছাদাকা, ফিদিয়া, খারাজ ও মীরাস) প্রতি নযর বুলালে সহজেই বুঝা যায় যে, ইসলামে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বরং এ সমস্ত টুলসগুলোর মাধ্যমে সম্পদ বিভিন্ন হাতে ছড়িয়ে পড়ে এবং দারিদ্রমুক্ত সমাজ গড়ে উঠে। ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দাতা-গ্রহীতা উভয়কেই গড়ে তুলে।

দারিদ্র বলতে যা বোঝায়

দারিদ্র্য বলতে ন্যূনতম পরিমাণ অর্থাভাবকে বোঝায় যে কারণে মানুষ তার মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করার সক্ষমতা হারায়। সাধারণভাবে খাবার, পোষাক, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও নিরাপত্তা ইত্যাদিকে মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। তবে মৌলিক প্রয়োজনগুলো স্থান, সময়, ব্যক্তি ও পরিবেশের ভিন্নতায় পুনর্বিন্যস্ত ও পরিবর্তিত হয়। এটি বস্তুগত অবস্তুগত অভাবের তাড়নায় সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্য দারিদ্র্যের সংগা নির্ধারণে গবেষকদের বর্ণনায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। দারিদ্র্যকে যদি একটি অবয়বের সাথে তুলনা করা হয়। তবে বলবো কেউ কেউ সেই অবয়বের দু-একটি অংগকে দারিদ্র্য বলে চিহ্নিত করেছেন। Seebolon

Rountree, 'Poverty and Progress' London (1941)-এর তথ্যেসূত্র উলেখপূর্বক 'সেমিনার স্মারকগ্রন্থ' বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার (২০০৩-২০০৫)-'ক্ষুদ্র ঋণ' বিষয়ক একটি প্রবন্ধে তিওডরসনের মতটি কিছুটা কাছাকাছি বলে মনে হয়। তার মতে, দারিদ্র্য হলো প্রাকৃতিক সামাজিক ও মানসিক উপোস।' বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের 'ক্ষুদ্র ঋণ দারিদ্র্য দূরীকরণ বনাম সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন সুদৃঢ়করণ' 'সেমিনার স্মারকগ্রন্থ' সুবাই রাউনট্রি বলেন,'দারিদ্র্য হলো স্বল্প আয় যা কিনা শুধুমাত্র প্রকৃত দক্ষতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনসমূহ অর্জনে অপ্রতুল। ইমাম শাতবী ও ইমাম গাযযালী মৌলিক প্রয়োজনগুলোকে নিম্নোক্ত ভাগে উপস্থাপন করেছেন :

১. আকীদা: দীন-ঈমান, আদর্শ।
২. নফস: অন্ন,বস্ত্র, আবাসস্থল, চিকিৎসা, ভালো পরিবেশ, যানবাহন, অবসর, বিশুদ্ধ পানীয় ইত্যাদি।
৩. নসল: পরিবার গঠণের ক্ষমতা।
৪. আকল: শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা।
৫. মাল: ন্যূনতম পরিমান সম্পদ।
৬. হুররীয়াত: স্বাধীনতা।

এগুলোর অভাবকে দারিদ্র্য বলা হয়। সাধারণভাবে খাদ্যের অভাবকেই প্রধান অভাব ধরা হয়। এটি সবার ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। যেমন একজন মধ্যবিত্ত পরিবারে একজন মেধাবীর জন্ম হলো। সে তার মেধা বিকাশের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারলনা। দক্ষতা উন্নয়নের বিবেচনায় সে অবশ্যই দরিদ্র্য।

দারিদ্র্য,স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধির ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের বিধান হচ্ছে পৃথিবীর সকল সম্পদের একছত্র মালিক আলাহ্। মানুষ এর ট্রাষ্ট্রি মাত্র। কাজেই আলাহর এ সম্পদ হতে মানুষ সমান ভাবে উপকৃত হবে। ইসলামের জন্ম পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় হয়নি। বরং ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থকে এক সাথে দেখে। এক দিকে ব্যক্তিকে তার সমৃদ্ধির উৎসাহ দেয়, অন্য দিকে ব্যক্তি সমাজের অংশ হিসাবে সমাজের অন্যান্যদের সুখ ও সমৃদ্ধি সাধনের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। ব্যক্তির নৈতিক শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে যেমন স্বাধীনতার সাথে সাথে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তেমনি সম্পদ স্বাধীনভাবে ভোগ করার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ব্যক্তিকে সম্পদের মালিকানা প্রদানের সাথে সাথে তার সম্পদের মধ্যে সমাজের কিছু অধিকারও আরোপ করেছে। প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ইসলামের এই যে 'মধ্যমপন্থা, তা সার্বিক শান্তি ও সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। আজ থেকে প্রায় পনরশত বছর পূর্বেও ঠিক এমনিভাবে 'মুযদাক' এর সমাজতন্ত্রবাদ এবং তৎকালীন ইহুদীদের সুদী সমাজ ও প্রভাবশালীদের পূজিঁবাদ সমাজে এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। একটি ভারসাম্যপুর্ণ জাতির নেতা হিসাবে আলাহ তাঁর রাসুলকে অর্থনীতিসহ জীবনের সামগ্রীক ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। আলাহ বলেন,"তোমার হাত গলার সাথে বেঁধে রেখো না, আর একেবারে খোলা ছেড়েও দিও না-অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও অক্ষম হয়ে যাবে।" (বনী ইসরাঈল ঃ ২৯) এর অর্থ হলো লোকদের মধ্যে এতটুকু ভারসাম্যতা থাকতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় আবার অপব্যয়ী হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে ফেলে। এর বিপরীত পক্ষে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন সঠিক অনুভুতি থাকতে হবে যার ফলে তারা যথার্থ ব্যয় থেকে বিরত হবে না। আবার অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতিরও শিকার হবে না। ইসলাম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য 'সমবন্টন নয় সুষমবন্টনের শিক্ষা প্রদান করেছে। আর এ সুষম বন্টন নিশ্চিত করার জন্য কতগুলো ব্যবস্থাপনা (Tools) প্রদান করেছে। যাকাত, ওশর,

খারাজ, মীরাস বন্টন, সাদাকা ইত্যাদি উলেখযোগ্য। ইসলামে সম্পদ বিকেন্দ্রিয়করণের এই টুলস্গুলো বিশেষভাবে কার্যকর। এর মাধ্যমে ধন-সম্পদের আবর্তন সামাজিকভাবে অনন্ড়কাল চলতে থাকে। যেখানেই ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত হবে, ইসলামের এ সমস্ড় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা অসংখ্য হস্ড়ে আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ে উঠে।

ইসলাম আয়-উপার্জনকে কখনো নির‍ুৎসাহিত করেনি। বরং রাসুলের সাঃ অসংখ্য বাণীতে র‍ুজি-রোজগারের ব্যাপারে উৎসাহ দানের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আয়-উপার্জনের ব্যাপারে উৎসাহ দানের পাশাপাশি হালাল-হারামের সীমারেখাও জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থ-সম্পদের প্রতি মোহ শ্বাসত। কিন্ড়ু অতিরিক্ত মোহ মানুষকে দুর্নীতির দিকে ঠেলে দেয়। তাই রাসুল সাঃ বলেছেন, ধনী হওয়া সম্পদের প্রাচুর্যের নাম নয় বরং প্রকৃত সম্পদশালী সেই, যার অন্ড়র সম্পদশালী। অবৈধভাবে আহরিত সম্পদ অপবিত্র। তিনি বলেছেন,“আলাহ পবিত্র। পবিত্র জিনিষ ব্যতীত তিনি অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।” বৈধভাবে যতটুকু সম্পদ অর্জন করা হয়, ততটুকুতেই আলাহর অবারিত বরকত নিহিত থাকে। হারাম বা অবৈধভাবে আহরিত সম্পদে আল□াহ বরকত দান করেন না। যার ফলে দুর্নীতিবাজ অঢেল সম্পত্তিতেই তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। বরং তার লোভের জিহব্বাটি লম্বা হতেই থাকে। ফলে এক সময় সে ধ্বংসের দ্বার প্রান্ড়ে চলে আসে। পৃথিবী জুড়ে তার অসংখ্য নজির আমরা দেখতে পাই।

দারিদ্র্য বিমোচনে ভ্রাতৃত্ববোধ

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ একটি অপরিহার্য উপাদান। কারণ মানুষ সামাজিক জীব। তাই প্রতিবেশীদের সহযোগীতা ছাড়া মানুষ সমাজে বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। নিজেদের অস্ড়িত্বের প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়। এ জন্য কুরআন ও হাদীসে প্রতিবেশীদের সপ্রীতি, সহ-অবস্থান, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমাজবদ্বতা বা দলীয় জীবন ও ঐক্যের প্রতি অত্যধিক গুর‍ুত্বারূপ করা হয়েছে। রাসূল সাঃ বহুবার প্রতিবেশীদের সাথে সৌজন্য প্রদর্শনের ওপর গুর‍ুত্ব প্রদান করেছেন। রাসুল সাঃ বলেছেন,“আল□াহ প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে এত বেশী গুর‍ুত্ব দিয়েছেন যে,মাঝে মধ্যে আমার মনে হয়েছে প্রতিবেশীদের হয়ত উত্তরাধিকারকারীর মর্যাদা দেয়া হতে পারে।” একটি দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ কায়েমের জন্য ভ্রার্তৃত্ববোধ একটি মৌলিক উপাদান। ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া সুস্থ্য-সুশীল সমাজের আশা করা যায় না। এ জন্য ইসলাম ভ্রার্তৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত কর্মসুচী দিয়েছে। দৈনন্দিন ইবাদাতের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের আল□াহর পথে দান করার সাধারণ নির্দেশ দিয়ে তাদের অর্থসম্পদে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকার কায়েম করেছে। এর অর্থ হচ্ছে মুসলমানকে দানশীল, উদার হৃদয়, সহানুভূতিশীল ও মানব-দরদী হতে হবে। স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা পরিহার করে নিছক আলাহর সন্ড়ুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিটি ভাল কাজে এবং ইসলাম ও সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ব্যয় করতে হবে। ইসলাম শিক্ষা ও অনুশীলন এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সামষ্টিক পরিবেশ কায়েমের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলমানের মধ্যে এ নৈতিক বল সৃষ্টি করতে চায়। কোন প্রকার বল প্রয়োগ ছাড়াই হৃদয়ের ঐকান্ড়িক ইচ্ছায় মানুষ সমাজ কল্যাণে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে। ইসলামী সমাজে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরস্পরকে ঋণ দেয়া অপরিহার্য কর্তব্যরূপে চিহ্নিত হবে। এ ধরনের কর্তব্যবোধ একটি সমাজের সুস্থ্যতার পরিচায়ক। যদি কোন সমাজে এর অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় তবে বুঝতে হবে সেখানকার পরিবেশ বিকৃত হয়ে গেছে।

কিন্তু মুসলমানগণ আজ বিজাতীয়দের সংস্কৃতি ও সামাজিক আচার-আচরণ অনুসরণ করতে গিয়ে সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট হয়ে গেছে। সাম্রাজ্য ও আধিপত্যবাদী গোষ্ঠী তাদের বদমতলব হাসিল করার জন্য আমাদের সুশৃংখল পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক ও রাজনৈতিক সহবস্থানের সুদৃঢ় দেয়ালে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন এনজিও ও গ্রামীন সাহায্য সংস্থাগুলো হলো তাদের প্রধান হাতিয়ার ও মাধ্যম। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাধ্যমে সামাজিক সেই ভ্রাতৃত্ববোধ আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। যা দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ কায়েমে প্রধান সহায়ক ভুমিকা রাখতে পারে। ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাসে এর কার্যকরী প্রতিফল আমরা দেখতে পাই।

যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির প্রচলন

ইসলাম নৈতিক ও মানবীয় মূল্যবোধ জাগ্রত করার পরেও সমাজের বিত্তশালীদের ওপর যাকাত ফরয করেছে। আল্লাহর একান্ত দয়ায় মাটি, মেঘ-বৃষ্টি, পানি, আলো, বাতাস ও সুর্য প্রভৃতির মাধ্যমে এ সম্পদ আমরা পেয়ে থাকি। এমন কি আমাদের যে যোগ্যতার কথা বলা হয়, সেটিও আল্লাহর দান। কাজেই আসমানী এ দানের জন্য সম্পদের একাংশ দরিদ্র্যের জন্য স্থিরিকৃত থাকা উচিৎ। তাছাড়া সমাজের কিছু লোক উচ্চতর যোগ্যতা ও সৌভাগ্যক্রমে নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ করে থাকে, পক্ষান্তরে কিছু লোকের সম্পদ প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে অথবা প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। এতদুভয়ের মধ্যে সমন্বয় (Reconciliation) সাধনের জন্য ইসলামের টুলস্‌গুলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। আজ থেকে ১৫শত বছর পূর্বে মদীনায় দারিদ্র্যমুক্ত যাকাতভিত্তিক সোনালী সমাজ কায়েম করে দেখিয়ে গেছেন মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাঃ। যাকাত ছিল সেই সমাজে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান। সে সমাজের অধিবাসীরা ছিল একাধারে নৈতিক, কল্যাণকামী এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন পরস্পরের বন্ধু। এঁদের ব্যাপারেই আল্লাহ বলেন,"ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকেরাই প্রকৃতপক্ষে পরস্পর পরস্পরের দায়িত্বশীল বা সাহায্যকারী বন্ধু। এঁদের পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা নেক কাজের আদেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও রাসুলের বিধান মেনে চলে। প্রকৃতপক্ষে এঁদের প্রতিই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন।" সূরা-তাওবা-৭১)

কিন্তু আমাদের মাঝে আজ যাকাতের প্রতি চরম অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় যেন যাকাত একটা দান খয়রাত বা খেয়াল খুশি ও দয়া দাক্ষিণ্যের ব্যাপার মাত্র। দয়া পরবশ হয়ে মন চায় দিলাম। অনেকের মধ্যে সাধারণ করের মত ফাঁকির মনোভাবও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী যাকাত কোন দয়া-দাক্ষিণ্য বা দান-খয়রাতির ব্যাপার নয়। এটি একটি অধিকার। আল্লাহ বলেন,"এবং তার ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত জনের অধিকার রয়েছে।"(জারিয়াত-১৯) আল্লাহ বলেন, "তুমি কি সে ব্যক্তির কথা ভেবে দেখেছ যে শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করে, এ তো সে ব্যক্তি, যে নিরীহ ইয়াতীমকে গলা ধাক্কা দেয়, মিসকীনদের খানা দিতে যে কখনো উৎসাহ দেয়না।"(মাউন-১-৭) দুটি আয়াত থেকেই বুঝা যায়, যাকাত প্রকৃতপক্ষে দাতার সম্পদ বা কৃতিত্ব নহে বরং এটি বঞ্চিত ও মিসকিনেরই হক। দাতা কেবল তার হক আদায়ের দায়িত্বটুকু পালন করেন মাত্র। কোথাও প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকার না থাকলেও নামায এবং রোযা যেভাবে তার সকল আহকাম ও আরকানসহ পালন করা হয়, যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রেও সকল নিয়ম কানুনের প্রতি যত্নবান হতে হবে। অন্যথায় নামাযের আহকাম ও আরকান ছুটে গেলে যেমন নামায নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি নিজের খেয়াল খুশি মত যাকাত প্রদান করা হলে তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। রাসুল সঃ বলেছেন, কোন সম্প্রদায় যাকাত না দিলে, তাদের ওপর দূর্ভিক্ষের মত গযব নাযিল হয়।"

সুদমুক্ত অর্থনীতির প্রচলন

সুদ একটি জঘন্য প্রথা। এ প্রথার মাধ্যমে সম্পদ গুটিকয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে কুক্ষিগত হয়। ফলে গরীব আরো গরীব হয়। দারিদ্র্যের হার ক্রমশ বাড়তে থাকে। কারণ সুদ একদিকে উৎপাদনকে ব্যহত করে বিধায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না অপরদিকে গরীবের সামান্য সম্পদটুকু শোষণ করে নিয়ে যায়। যে সমাজে মরনব্যধি সুদ প্রচলিত, সে সমাজের বাহ্যিক রূপ দেখে যতই সুস্থ্য ও সবল মনে হোক না কেন, মূলত: ভেতরে ভেতরে কাঠ কীট কুড়ে কড়ে সে সমাজটিকে করে দিচ্ছে। বর্তমান বিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্রগুলো তার সাক্ষী। সে সব সমাজের মানুষ গুলোর সামাজিক বন্ধন খুবই নড়োবড়ো। সুদই হলো এর প্রধান কারণ। সুদখোর ব্যক্তি সম্পদের পিছনে পাগলের মতো ছুটোছুটি করে এমন এক ভারসাম্যহীন ও স্বার্থপর ব্যক্তিতে পরিণত হয় যে, সে তখন পৃথিবীর কোন কিছুই পরোয়া করে না। তার সুদখোরীর কারণে এক পর্যায়ে মানবিক প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি শূন্যের কোটায় নেমে আসে। সুদখোর তার নিজের লোককেও চরম বিপদের সময়ে বিনা সুদে ধার দিতে কুণ্ঠাবোধ করে। সুদ তাকে এতটুকু অন্ধ করে তুলে যে, জাতীয় সামষ্টিক কল্যাণের ওপর কোন ধ্বংসকর প্রভাব পড়লো এবং কত লোক দুরবস্থার স্বীকার হলো এসব বিষয়ে তার কোন মাথা ব্যথাই থাকে না। পাশ্চাত্য অর্থনীতিবিদগণও তাদের গবেষনায় সুদের মারাত্বক ধ্বংসকর প্রভাব ও বিপর্যয় এবং সুদের সদূরপ্রসারী কুফল প্রত্যক্ষ করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ জঘন্যতম গুনাহ্ ছাড়াও এর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কু-প্রভাব খুবই মারাত্বক। ট্রেডিশনাল ব্যাংক ও এনজিও গুলো মূলত: দারিদ্র্য বিমোচনের নামে চড়াসুদে ব্যবসা পরিচালনা করে। তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের ইতিহাস বিতর্কিত। এমন তিক্ত অবিজ্ঞতাও রয়েছে যে, ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে অনেককে তাদের কানের দুল, শেষ সহায় সম্বল ভিটে-মাটি পর্যন্ত বিক্রি করে বস্তিবাসীর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুদমুক্ত অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্প্রসারণ আজ বাস্তবতার দাবী।

দুর্নীতি উচ্ছেদ

দূর্নীতি আমাদেরকে করাল গ্রাসের মত গিলে খাচ্ছে। বিশ্বের দেশে দেশে দুর্নীতি আজ বিশাল সমস্যাকারে দেখা দিয়েছে। দুর্নীতিবাজ ও লুটেরাদের কারণে দারিদ্র বিমোচন করা যায় না। কারণ এরা গরীবের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। এ দিকে যারা দুর্নীতি দমনের জন্য পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, তারা নিজেরা একদিকে যেমন নৈতিক মানে উন্নত নয়, অন্যদিকে এদের দুর্নীতি দমনের আন্তরিকতা ও প্রক্রিয়া সঠিক নয়। মুসলিম অধ্যুষিত এ এলাকার বাস্তবতার দাবী হলো ইসলামের আলোকে ও রাসুলের স: অনুসরণে দূর্নীতি দমন করা। কিন্তু তারা দুর্নীতি দমনে শুধুমাত্র নেতিবাচক দিকটি নিয়ে এগিয়েছে। ইতিবাচক দিক তথা ন্যায়নীতি বা সুনীতির প্রশ্নকে কখনো বিবেচনায় আনে না। ন্যায়নীতি কি? সুনীতি কি? দুর্নীতি কি? ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্ন বাদ দিয়ে শুধু দুর্নীতি নিয়ে হইচই বাঁধালে সমাধানের পরিবর্তে অসংখ্য জঠিল সমস্যার আবর্তে পড়ে হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়। আপাদমস্তক দুর্নীতির কঠিণ রোগে আক্রান্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের কোন অংশে ঔষধ প্রয়োগ করা হলে তাতে কোন কাজ হয় না। বরং আরো জঠিল রোগে পুনরায় আক্রান্ত হতে থাকে। পদযুগলকে ধূলিবালি বা কাদা মুক্ত রাখার জন্য পৃথিবীর মাটিকে না ঢেকে, নিজের পা ঢাকার ব্যবস্থা করার মত উত্তম ও অধিকতর সহজ কাজের দিকে মন দেয়াই ভালো। দুর্নীতি সমস্যার সফল সমাধানের জন্য দুর্নীতির আগে ন্যায়নীতির প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। ন্যায়নীতি হলো মানুষের আত্মার পবিত্রতা সাধন, মন মানসে মলিনতা, শোষণ এবং জৈবিক ও পাশবিক পংকিলতাসমুহ প্রক্ষালন করে মানুষের শ্রেষ্টত্বের মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করা। এ লক্ষ অর্জনে প্রথমেই কঠোরতার কাছে নয় বরং হেদায়াতের আলোর প্রয়োজনীয়তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। হাত, পা ও মাথাকে নত করার আগে মানুষের মনের ব্যকুলতার

প্রয়োজনীয়তার অনুভব করতে হবে। শারীরিক বশ্যতার আগে আত্মার আনুগত্যশীলতাকে উজ্জীবিত করতে হবে। কারণ আল্লাহর ভয় যার মনকে বিচলিত করে না, মানুষের ভয় তাকে কিভাবে বিচলিত করবে? দুর্নীতিতে আকণ্ঠ সমাজ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর নিমিত্তে সর্বপ্রথম ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার চিন্তা ও সর্বচেষ্টা নিয়োগ করা দরকার। এটিই সঠিক পন্থা এবং এ পন্থায় দুর্নীতি দমন সম্ভব। রাসুলের সা: পবিত্রতম জীবন-চরিত থেকে আমরা সে শিক্ষাই পাই। এভাবে যদি আমরা দুর্নীতিকে উচ্ছেদ করতে পারি তবে সমাজে কোন প্রকার দারিদ্র্য থাকবে না।

সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা

বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের বড়ই অভাব। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের শাসক গোষ্ঠীর দৃষ্টি ফেললে দেখা যায় যে, এদের নিজের দেশের প্রতি, মানবতার প্রতি সর্বোপুরি উম্মাহর প্রতি মমত্ববোধ দরদ ও ভালবাসা নেই। ফলে সারা বিশ্বে মুসলিম জাতি ভৌগোলিক সুবিধামত স্থানে থেকেও আজ উন্নত দেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের থেকে আমরা হাজার বছর পিছিয়ে পড়েছি। তাদের উন্নতির পেছনে যে ব্যাপারটি অধিকতর কাজ করেছে, তা হলো তাদের শাসকবর্গ ছিল দেশপ্রেমিক, সৎ ও যোগ্য। আমাদের নেতৃত্বে যারা আসছে তাদের অধিকাংশই হয় বাঁকা পথে, না হয় টাকার জোরে ক্ষমতায় এসেছে। রাষ্ট্র পরিচালনার এদের কোন যোগ্যতাই নাই। আখের গোছাবার জন্য ক্ষমতায় এসেছে বলে এরা ছিল অসৎ। আর যারা অসৎ ও অযোগ্য হয়, তারা সাধারণত দেশ প্রেমিক হয় না। লোভী হওয়ার দরুন এরা নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না। সুতরাং আমাদেরকে এমন নেতৃত্ব নির্বাচিত করতে হবে যারা সৎ, যোগ্য ও আমানতদার। যারা হযরত ওমরের রা: ন্যায় মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির চিন্তায় অস্থির থাকবে।

গরীব বান্ধব বাজেট প্রণয়ন

বর্তমান পৃথিবীতে যে বাজেট পেশ করা হয় তা মোটা পেটকে শুধু মোটাই বানিয়েছে এবং গরীব আরো গরীব হয়েছে। বার্ষিক বাজেটের বৃহত্তম অংশ অর্থাৎ প্রায় ৬০-৭০% কোন না কোনভাবে মন্ত্রী-আমলা, সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক কর্মীদের পেটে যায়। জানা যায় ইরানের তেহরান শহরটি জীবনযাত্রার মান ও উন্নয়নের দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল নিম্ন অঞ্চল যেখানে গরীব লোকদের বসবাস। আর অন্যটি উচ্চ অঞ্চল যেখানে ধনী শ্রেনীর বসবাস। ইরান বিপ্লবের পূর্বে অর্থাৎ শাহ-এর আমলে বাজেট বাস্তবায়ন হতো উচ্চ অঞ্চল থেকে এবং তা উচ্চ অঞ্চলেই শেষ হয়ে যেত। ফলে ধনী আরো ধনী হতো আর গরীবরা তিমিরেই থেকে যেত। কিন্তু ইরান বিপ্লবের পর বাজেট নিম্ন অঞ্চল থেকে শুরু করা হয়। এখানে ব্যয় করার পর বাকিটুকু উচ্চ অঞ্চলে ব্যয় করা হয়। ফলে নিম্ন অঞ্চল ক্রমান্বয়ে উচ্চ অঞ্চলে পরিণত হতে থাকে। সুষম বন্টন নিশ্চিত হওয়ার দরুন দারিদ্র্য দূরীভূত হয়। বর্তমানে নিম্ন অঞ্চল ও উচ্চ অঞ্চলের মধ্যে একটি ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে এখনো শাহের নীতিরই অনুসরণ করা হচ্ছে। ফলে দারিদ্র্যের হার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে মূল কথা

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মানুষসহ সকল কিছুরই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। আসমান ও জমীনে তাঁরই রাজত্ব বিস্তৃত এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে একচ্ছত্র মালিক তিনি নিজেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিষের মালিক এবং আখেরাতে প্রশংসা তাঁরি জন্য। তিনি বিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ। যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বের হয়, যা কিছু আসমান থেকে নামে এবং যা কিছু উত্থিত হয় প্রত্যেকটি জিনিষ তিনি জানেন। তিনি দয়াবান ও ক্ষমাশীল। (সূরা সাবা : ১-২) তাই মানুষের

কল্যাণ-অকল্যাণ একমাত্র তাঁরই ভালো জানার কথা। তিনি আল-কুরআন ও তাঁর রাসুলের সঃ মাধ্যমে দিকনির্দেশনা দিয়ে দিয়েছেন, যে জীবন ব্যবস্থাটি অবলম্বন করলে মানুষ দুনিয়ায় শান্তি ও কল্যাণ লাভ করবে এবং আখিরাতের অনন্ত অসীম জীবনে মুক্তি ও তাঁর চিরস্থায়ী রহমত লাভ করতে পারবে। সুতরাং আসুন দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এবং উভয় জগতে অনাবিল শান্তি-সুখের জন্য আল কুরআনের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলি।

প্রিয় কবিতা - অন্তরঙ্গ ধ্বনি

আবদুস সাত্তার

এবং ভোরের কণ্ঠে যে সুরের অন্তরঙ্গ ধ্বনি
দিনের প্রান্তর ভরে দিয়েছে আলোর বর্ণচ্ছটা,
ললিত-লাবণ্যে যার পাহাড় পর্বত নদনদী
সমস্ত দৃশ্যের ছবি ফুটে ওঠে চোখের দর্পণে।

পবিত্র বাণীর মন্ত্রে ভালোমন্দ চিনেছি এখন
সত্তার অঙ্গনে হেঁটে; জীবনের বাগানে একক
বসন্তের মঞ্জরিত সকল ফুলের ভালোবাসা
নির্বিঘ্নে ফোটাই সুখে, অবজ্ঞার আঁস্তাকুড়ে ফেলি
পঙ্কিল জীবন বৃত্তি অবারিত ইচ্ছার বিলাসে।

এ-শিক্ষার আলো জ্বলে উদয়াস্ত পৃথিবীর ঘরে।
সৃষ্টির প্রথম ভোরে একটি সুরের প্রতিধ্বনি
আলোকের উৎস থেকে ফেটে পড়ে চতুর্দিকে ঘিরে
সোনালী ইচ্ছার রঙে রাঙা হয় সৃষ্টির পরিধি,
মানব সত্তায় ফোটে অপরূপ নৈকট্যের হাসি।

এবং ভোরের কণ্ঠে আজো সেই পরিচিত সুর
অন্তরঙ্গ ধ্বনি তোলে কী এক স্বতন্ত্র মহিমায়;
সে সুরে পৃথিবী জাগে নির্মল আলোর উন্মীলনে,
সে সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত আজীবন আমার হৃদয়।

কোরআনের আলো

- আল্লাহ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি তারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? - সূরা নাহল, আয়াত-৭২

- ঐ সত্তা (আল্লাহ) পবিত্র, (মোহাম্মদ সা.) রাতারাতি মসজিদে হারাম (কা'বা শরীফ) হতে মসজিদে আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চতুপার্শ্বকে আমি নানাবিধ বরকতময় করে রেখেছি, উদ্দেশ্য- আমি আমার কুদরতের বিস্ময়কর কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই, নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী, অতিশয় দর্শনকারী। - বনী ইসরাঈল, আয়াত- ১

- যদি তুমি বিস্মিত হও, তবে বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথা ‘মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব? তারাই তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং তাদেরই গলদেশে থাকবে লৌহশৃঙ্খল; তারাই অগ্নিবাসী ও সেখানে তারা স্থায়ী হবে। - সূরা আর রা'দ, আয়াত- ৫

হাদীসের বাণী

- আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন- কোনো মুমিন স্বামী যেন মুমিন স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। তার কোনো একটি স্বভাব যদি অপছন্দনীয় হয়, তবে (হতে পারে) তার অন্য কোনো স্বভাব চরিত্র পছন্দনীয়। - মুসলিম

- আনাস (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, গোটা সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার (পালিত) আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সৃষ্টি যে, সে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে সদাচরণ করে। – বায়হাকী

- আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আরয করলেন- ওহে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ধরনের দান-সদকা সর্বোত্তম? তিনি বললেন- দরিদ্র নিঃস্বদের কষ্টার্জিত সম্পদ (থেকে দান) যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত, খরচ তাদের থেকে আরম্ভ করবে। - আবু দাউদ

ইসলাম ও সেক্যুলারিজম

ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক
অনুবাদ : হামিদুল ইসলাম সোহেল

PEACE TV খ্যাত ডাঃ জাকির নায়েক পেশায় একজন চিকিৎসক হলেও তিনি এখন একজন দা'য়ী বা ধর্ম প্রচারক হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোও পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছে। তাঁর লেখা Islam and Secularism বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সংখ্যা থেকে এর বাংলা রূপান্তর 'জিজ্ঞাসা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে - **প্রধান সম্পাদক**

প্রশ্ন : এমন কোন মুসলিম কি আছে যে বিশ্বাস করে যে, পবিত্র কুরআন ও বাইবেল দু'টোই আল্লাহর বাণী? এমনটি করা কি সম্ভব যে, পবিত্র কুরআন ও বাইবেল দুটোই মানব?

উত্তর : মুসলিমরা ঈসা (আ:)-এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিলে বিশ্বাস করে। ইসলামই একমাত্র অখ্রীস্টান ধর্ম বিশ্বাস যেখানে ঈসা (আ:)-কে নবী হিসেবে বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক। সে মুসলিম মুসলিম নয়, যে ঈসা (আ:)-কে বিশ্বাস করে না। মুসলিমরা বিশ্বাস করে, ঈসা (আ:) আল্লাহর রাসূল ছিলেন তিনি মসীহ, তার জন্ম হয়েছিল অলৌকিকভাবে, কোন পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। তিনি আল্লাহর আদেশে জীবিতকে মৃত করতে পারতেন এবং আল্লাহর আদেশে তিনি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদের সুস্থ করতে পারতেন। ঈসা (আ:)-এর উপর আল্লাহর ওহী নাযিল হয়েছিল আর সেটা হল ইঞ্জিল।

যে কোন ব্যক্তিই যদি মনোযোগ দিয়ে বাইবেল পড়ে সে বুঝতে পারবে যে, এ বাইবেল সেই ওহী নয় যা যীশু খ্রিস্টের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। বাইবেল শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ বিবলোস থেকে। যার অর্থ অনেকগুলো বই। একজন খ্রীস্টান মাত্রই জানে যে, বাইবেল হল অনেকগুলো বইয়ের সংগ্রহ। প্রোটেস্টেন্টদের মতে বইয়ের সংখ্যা হল ৬৬ এবং ক্যাথলিকদের মতে ৭৩টি।

মুসলিমদের মধ্যে যারা শরীয়াহ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন তাদের মতে, বর্তমানে যে বাইবেল প্রচলিত তার পুরোটা আল্লাহর বাণী নয়। বাইবেলের সামান্য কিছু অংশ আল্লাহর বাণী, কিছু অংশ যীশু খ্রিষ্টের কথা আর কিছু অংশ ঐতিহাসিক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এর কিছু অংশে আছে পর্ণোগ্রাফি, পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা ও অবৈজ্ঞানিক উক্তি– যেগুলোকে আল্লাহর বাণী ভাবার সুযোগ নেই।

সুতরাং বর্তমান বাইবেল সেই ইঞ্জিল নয়, যা ঈসা (আ:)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মূলত বাইবেল একটি মিশ্র গ্রন্থ। অতএব সামগ্রিকভাবে একে আল্লাহর বাণী ভাবার সুযোগ নেই।

বাইবেল ও কুরআনের মধ্যে কতগুলো জায়গায় সাদৃশ্য আছে। মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি বলতে চাই যেহেতু আমরা জানি, ঈসা (আ:)-এর ওপর আসমানী কিতাব ইঞ্জিল নাযিল হয়েছিল সেহেতু বাইবেলের সে

কথাগুলো কুরআনের সাথে তথা সর্বশেষ আসমানী কিতাবের সাথে মিলে যায় আমরা সেগুলো মেনে নেব। আপনারা যদি ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টের কথা বলেন তাহলে কোরআন হল লাস্ট টেস্টামেন্ট। প্রশ্ন আসতে পারে যে, কুরআনকেও কেন মানদণ্ড হিসেবে নেব? এর উত্তর হল কুরআনই হল একমাত্র আসমানী কিতাব যা অপরিবর্তিত আছে। বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করলে সবগুলো ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কেবল কুরআনই পাস করবে। কুরআনে কেন একটাও অবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা নেই, নেই কোন ভুল।

ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার একটি গ্রন্থে কুরআনের ৩০টা বৈজ্ঞানিক ভুল দেখিয়েছিলেন। আল্লাহর রহমতে আমি তার ৩০টি যুক্তিই খণ্ডন করেছি। আমি তাকে বাইবেলের ৩৮টি বৈজ্ঞানিক ভুল দেখালাম কিন্তু তিনি সেগুলো খণ্ডন করতে পারেননি।

কুরআন হল ফুরকান অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। বাইবেলের যে অংশগুলো কুরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সেগুলোকে আমারা আল্লাহর বাণীরূপে মেনে নেব। যেমন শুরুতে ঈসা (আ:) সম্পর্কিত মুসলমানদের যে বিশ্বাসগুলোর কথা বলা হয়েছে, সে ব্যাপারে কুরআন ও বাইবেল সাদৃশ্য আছে।
কোন কোন খ্রীস্টানদের ধারণা যীশুখ্রিস্ট নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু পুরো বাইবেলের কোথাও এ কথা নেই যে, ঈসা (আ:) নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন অথবা বলেছেন, আমার উপাসনা কর, গসপেল অব জন ১৪নং অধ্যায়ের ২৮ অনুচ্ছেদে যীশুখ্রিস্ট নিজের মুখে বলেছেন, আমার পিতা আমার চাইতে মহান।

গসপেল অব জন ১০নং অধ্যায়ের ২৮ অনুচ্ছেদে আছে,
আমার ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই। গসপেল অব লুক ১১নং অধ্যায়ের ২০ নং অনুচ্ছেদের বলা হয়েছে, আমি ঈশ্বরের আঙ্গুলের সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই।

গসপেল অব জন ৫নং অধ্যায়ের ৩০নং অনুচ্ছেদে আছে,
আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না। আমি একানে বিচার করি এবং আমার বিচার সঠিক। কারণ আমি আমার নিজের ইচ্ছাকে দেখি না আমার পিতার ইচ্ছাকে দেখি।
যদি কেউ বলে আমি নিজের ইচ্ছাকে দেখি না আল্লাহর ইচ্ছাকে দেখি, অর্থাৎ সে আল্লাহর নিকট নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে এমন একজন ব্যক্তিকে আরবিতে বলে মুসলিম। সুতরাং যীশুখ্রিস্ট নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি। বুক অব অ্যাকটস এর ২নং অধ্যায়ের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা আছে,
হে ইসরাইলের সন্তানেরা! একথাটা কোনো নাজারাথের যীশু যে তোমাদের ঈশ্বরের প্রেরিত নবী ও ঈশ্বরের আদেশে সে অলৌকিক কাজ করেছে– তোমরা তার সাথী থাকবে।

অর্থাৎ যীশু ছিলেন মানুষ এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রাসূল করে পাঠিয়েছিলেন, মানবজাতির হেদায়েতের জন্য। কুরআনের সাথে বাইলের এ সাদৃশ্য ছাড়া আরও সাদৃশ্য আছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট উভয় জায়গায়ই মুহাম্মদ-এর পৃথিবীতে আসর ব্যাপারে ভবিষ্যত বাণী আছে। বুক অব ডিউটারোনোমী ১৮নং অধ্যায়ের

১৮নং অনুচ্ছেদে আছে, মুহাম্মদ আসবেন। এছাড়াও অব ডিউটারনোমী ১৮ অধ্যায়ের ১৯ অনুচ্ছেদের বুক অব ইসায়ইয়া ২৯ নং অধ্যায়ের ১২ নং অনুচ্ছেদের সং অব সলোমন ৫নং অধ্যায়ের ১৬নং অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ-এর নাম উল্লেখ করে তাঁর আসার কথা বলা হয়েছে। টেস্টামেন্টের গসপেল অব জন ১৪নং অধ্যায়ের ১৬নং অনুচ্ছেদে, গসপেল জন ১৫নং অধ্যায়ের ২৬ নং অনুচ্ছেদে, গসপেল অব জন ১৬ নং অধ্যায়ের ৭নং অনুচ্ছেদে ও গসপেল অব জন ১৬ নং অধ্যায়ের ১২-১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, সর্বশেষ এ চূড়ান্ত নবী আসবেন, যার নাম মুহম্মদ।

বাইবেলে অযু ও নামাযের ব্যাপারেও বলা আছে। যেমন– নামাযের অন্যতম প্রধান অংশ সেজদার কথা বলা আছে, বুক অব জেনেসিস বুক অব জোসেয়া ও গসপেল মেথিউতে।
ইসলামে যাকাতের কথা বলা আছে, বাইবেলও তেমনি দান করার কথা বলা আছে। বুক অব শামস ৮৫ নং অধ্যায়ের ৪ থেকে ৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সে লোকগুলো আশীর্বাদ প্রাপ্ত যারা বাক্কা শহরে যায়।" অর্থাৎ হজ্জের ব্যাপারেও বাইবেলে ইঙ্গিত আছে। পবিত্র কুরআনে কিছু জিনিস নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেগুলো বাইবেলেও নিষিদ্ধ।

পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদার ৩নং সূরা বাকারার ১৭৩ নং সূরা আনআমের ১৪৬ নং আয়াত এবং সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–
"তোমাদের জন্য হারাম খাবার হল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস আর যে পশু জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়া হয়েছে।"

বাইবেলেও এ জিনিসগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুক অব জেনেসিস, বুক অব রেভিটিকাস ও বুক অব ডিউটারোনামীতে রক্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বুক অব ডিউটারোনোমী ১৪ নং অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে ও বুক অব ইসাইয়া ৬৫ নং অধ্যায়ের ২-৫ নং অনুচ্ছেদে আছে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুক অব অ্যাক্টস ১৫ নং অধ্যায়ের ২নং অনুচ্ছেদে বলা আছে যে প্রাণীগুলো জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়া হয়েছে সেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কুরআন ও বাইবেলে এ ধরনের আরও অনেক সাদৃশ্য আছে। ইসলামী শরীয়াহর নিয়ম অনুযায়ী ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য নিয়ম হল–
মহিলাদের মাথা ঢাকতে হবে পুরো শরীর ঢেকে রাখতে হবে, ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হবে এবং পুরুষ বা মহিলা কেউই বিপরীত লিঙ্গের মত পোশাক পরতে পারবে না। বাইবেলের বুক অব ডিউটারোনামী ২২৫ নং অধ্যায়ের ৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "পুরুষরা এমন কোন পোশাক পরতে পারবে না যেটা মেয়েদের মত হয় এবং মেয়েরাও পুরুষদের পোশাক পরবে না । এরকম পোশাক যারা পরে তারা সবার ঘৃণার পাত্র। সুতরাং বাইবেলেও বিপরীত লিঙ্গের ন্যায় পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফাস্ট টিমোথীর ২য় অধ্যায়ের ৯ নং

অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ‘মহিলারা পোশাক পরবে ভদ্রতার সাথে, তারা শরীর ঢেকে রাখবে, শালীন পোশাক পরবে ও দামী গহনা তথা স্বর্ণ বা মুক্তার কিছু পরবে না। ফাস্ট কোরিথিয়ানুসের ১১ নং অধ্যায়ের ৫ থেকে ৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ‘যে মহিলা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার সময় তার মাতা ঢাকে না, সে নিজেকে অসম্মান করে, তার মাথায় চুল ছেটে ফেলতে হবে।' অথচ কুরআন বা হাদীসে এত কঠিনভাবে কোথাও বলা হয়নি যে মাথা না ঢাকলে তা কামিয়ে দিতে হবে। আপনারা মা ম্যারীর ছবি বা গীর্জার নানদের দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, মহিলাদের কিভাবে পোশাক পরতে হবে। মুসলিম মহিলারাও এভাবে নিজেদের পুরো শরীর ঢেকে রাখে, শুধু মুখ ও হাত কবজি পর্যন্ড় খোলা থাকে। এভাবে আরও সাদৃশ্য দেখানো সম্ভব। এজন্য আমার মতে, খ্রীস্টান বলতে যদি তাকে বুঝায় যে যীশু খ্রিস্টের অনুসরণ করে তাহলে মুসলিমরা খ্রীস্টানদের চেয়ে অনেক বেশি খ্রীস্টান।

বাইবেলে মদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বুক অব একিসিয়ান্স ৫ নং অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদ ও বুক অব প্রোকাইস ২০ নং অধ্যায়ের ১ নং অনুচ্ছেদে নির্দেশ করা হয়েছে যে, তোমরা মদ পান করো না। অথচ দেখুন মুসলিমরা মদ না পান করলেও খ্রীস্টানদের অনেকেই মদ পান করে। মুসলিমরা খাৎনা দেয়। গসপেলে বলা আছে যীশু খ্রিস্টের খাৎনা দেয়া হয়েছিল অষ্টম দিনে। সুতরাং খ্রিস্টের অনুসারী হিসেবে খ্রীস্টানদেরও খাৎনা দেয়ার কথা, কিন্ড়ু অধিকাংশ খ্রীস্টানরা খাৎনা দিচ্ছে না, মুসলিমরা এ হুকুমটি অনুসরণ করছে।

সুতরাং পুরো বাইবেলও মহান ঈশ্বরের বাণী নয় বরং এর অংশবিশেষ মহান ঈশ্বরের বাণী, যেটা কুরআনের সাথে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে খুঁজে বের করতে হবে অতঃপর সে অংশটুকু মেনে চলতে মুসলিমদের কোন সমস্যা নেই। যদি খ্রীস্টানরাও সে অংশটুকু মেনে চলে, তবেই মুসলিম ও খ্রীস্টানরা এক হতে পারবে। (চলবে)

ইবাদত - যিকির ও দোয়া
মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

চার

ফরজ সালাতে প্রতি ওয়াক্তে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করে বলুন: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।১ আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ২ আল্লাহুম্মা আনতাসসালাম ওয়া মিনকাস্‌সালাম তাবারাকতা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইকরাম৩ ফরজ সালাতের পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব দোয়া পড়তেন বলে সহীহ হাদীসসমূহে পাওয়া যায় সেগুলো আপনাদের খিদমতে পেশ করছি। ফরজ সালাতের শেষে আরো যে দোয়া তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পড়তেন বা বলতেন অর্থাৎ আমল করতেন তা পেশ করবার আগে দুটি কথা বলে নিচ্ছি। আল কুরআনে ১৩ নং সূরা আর রা'দ এর ২৮ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন, "আল্লাজীনা আমানু ওয়া তাতমায়িন্নু ক্বুলুবুহুম বি যিকরিল্লাহি, আলা বি যিকরিল্লাহি তাতমায়িনুল ক্বুলুব: অর্থ যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।" ভাই ও বোনেরা প্রশান্তচিত্তে ধীর স্থিরতাসহকারে সালাত আদায় করুন। ফরজ সালাত শেষে প্রশান্ত চিত্তে দোয়াগুলো আমল করুন। চলুন ফিরে যাই সেখানে: এরপর বলুন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলক ওয়ালাহুল হামদ ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।৪এরপর সুবহানাল্লাহ৫ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ৬ ৩৩ বার, আল্লাহ আকবর৭ ৩৩ বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, লাহুল মুলক্ ওয়া লাহুল হাম্‌দ ইউহ্‌য়ি ওয়া ইউমীত ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর একবার। এখানে নতুন করে "ইউহ্‌য়ি ওয়া ইউমীত" দুটি শব্দ রয়েছে যার অর্থ: তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। এই সাথে রয়েছে- আল্লাহুম্মা লা মানেয়া লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। আরবী উচ্চারণ দেখে নিন। হিসনুল মুসলিম বইটি এ ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে।

এছাড়া ফরজ সালাতের পর নিয়মিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতুল কুরসি পড়েছেন। আয়াতুল কুরসির ফযীলত প্রসংগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জানা যায়: যে ব্যক্তি ফরজ সালাত শেষে আয়াতুল কুরসি নিয়মিত পড়বে তার জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকবেনা। আপনারা সালাত সংক্রান্ত সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞানের জন্য সম্ভব হলে আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম রচিত কিতাবের বাংলা তরজমা 'আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন' অনুবাদ মাওলানা আব্দুস শহীদ নাসিম বইটি সংগ্রহ করুন।

যিকির ও দোয়ার বিশুদ্ধ জ্ঞান হাসিলের জন্য "হিসনুল মুসলিম" নামক বই থেকে সাহায্য নিন। অন্যদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করুন। শির্‌ক থেকে বাঁচুন অন্যের হক নষ্ট করা থেকে বাঁচুন। কথায় কাজে, চিন্তায় দরদি

মানুষ হতে চেষ্টা করুন। ভাল কাজে সহযোগিতা করুন। মন্দ কাজে সহযোগিতা করবেন না। মাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখুন। সন্তানদের আল্লাহ্-রাসূল, কোরআন ও হাদীসের শিক্ষায় শিক্ষিত করাবার আপ্রাণ চেষ্টা করুন। নিষ্ঠুরতা দিয়ে কোন ভাল ফল লাভ করা যায়না। শ্রদ্ধা ও স্নেহই সফলতার চাবিকাঠি। সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করুন। যিকির ও দোয়াকে নিত্যদিনের সকল সময়ের সাথী করুন। মৃত্যুর কথা আখেরাতের কথা বেশি বেশি স্মরণ করুন! যিকির ও দোয়া আপনাকে সকল প্রয়োজন পুরণের গ্যারান্টি দিতে সক্ষম ইনশাআল্লাহ। সকল প্রয়োজনে আল্লাহকে ধরুন! আল্লাহর কাছে রোনাজারীসহকারে একান্ত ভাবে সব কথা আল্লাহকে বলুন। আল্লাহ আমাদের একমাত্র অভিভাবক। একমাত্র সক্ষম অভিভাবক। উত্তম অভিভাবক। বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য এবং দয়ালু অভিভাবক। মহাশক্তিধর মহান অভিভাবক। আমাদের সকলের আশ্রয়স্থল। অহংকার আমাদের অন্যতম বড় শত্রু। বিনয় আমাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে যায়। আর অহংকার চিরতরে দূরে ঠেলে দেয়। ইবলিস সে কথার সাক্ষ বহন করে। বিতাড়িত শয়তান থেকে আমরা আল্লাহর সাহায্য চাই। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীম। যিকির ও দোয়ার জন্য চোখ রাখুন মননশীল ইসলামী মাসিক জিজ্ঞাসার ১১ নং পৃষ্ঠায়। চোখ রাখুন এর প্রতিটি পৃষ্ঠায়। সংগ্রহ করুন প্রতিটি সংখ্যা। গ্রাহক তৈরী করুন যত খুশী ততজনকে। আমাদের এ কাফেলার লক্ষ্য হোক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

মানুষের পার্থিব কল্যাণ ও পরকালিন মুক্তির লক্ষ্যে যে কাজ তারই মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। যদি সে চেষ্টায় অনুসরণ করা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাংক। যেখানে থাকবে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা। আপন যশ খ্যাতি লাভ বা অন্য কোন কিছুই কলুষিত করবেনা আমাদের এ প্রয়াসকে ইনশাআল্লাহ।

এবারে আমরা জানব আয়াতুল কুরসি কি। আয়াতুল কুরসি বলা হয় সূরা বাক্বারার ২৫৫ নং আয়াতকে। সূরা বাকারা আলকুরআনের ২য় সুরা। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন হে আবা আল মুনজের, আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াত তোমার নিকট শ্রেষ্ঠতম। আমি বললাম, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হায়্যূল কায়্যুম" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুক চাপড়ে দিলেন- মুসলিম।
কুরসির শাব্দিক অর্থ চেয়ার। আল্লাহর আরশ রয়েছে এতে বিশ্বাস করতে হবে এবং কুরসিতেও বিশ্বাস করতে হবে। আরশ এবং কুরসি এক নয়। সূরা আল বাকারার ২৫৫ নং আয়াতে "ওয়াছিয়া কুরছিয়্যুহু" অর্থাৎ তাঁর আসন (সাম্রাজ্য) সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে।

আয়াতুল কুরসি আল কুরআনের সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত দেখে মুখস্থ করুন। শুদ্ধ তেলাওয়াত করুন যথাসাধ্য। মন্ত্রের মত তরতর করে পড়বেন না। যারা আল কুরআন তেলাওয়াত কোন কারণে শিখতে পারেননি বা শুদ্ধভাবে শেখার সুযোগ হয়নি তারা তেলাওয়াত শুদ্ধভাবে শিখে নিন। সুযোগ করে নিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ওজর পেশ করবেন না। বিলম্বিতও করবেন না। যারা ইতিপূর্বে শিখে নিতে পারেননি তাদের জন্য আমরা বাংলা উচ্চারণে আয়াতুল কুরছি আপাতত লিখে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। যদিও বাংলা উচ্চারণের এ তেলাওয়াত

একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়: “আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম, লা তা'খুজুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম, লাহু মা ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আর্‌দ, মান জাল্লাজী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বি ইজনিহি, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতুনা বি শাইয়িম মিন ইলমিহী ইল্লা বিমা শা'আ, ওয়াসিয়া কুরসিয়্যুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আর্‌দ, ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা, ওয়া হুয়াল আলিয়্যুল আজীম।

তরজমা: মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনাদি এক সত্তা ঘুম তো দূরের কথা সামান্য তন্দ্রাও তাঁকে আচ্ছন্ন করেনা, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবকিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে বিনা অনুমতিতে কিছু সুপারিশ পেশ করবে? তাদের বর্তমান ভবিষ্যতের সবকিছুই তিনি জানেন, তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোন কিছুই (তাঁর সৃষ্টির) কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্তাধীন হতে পারেনা, তবে কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাউকে দান করেন তবে তা ভিন্নকথা, তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে, এ উভয়টির হেফাজত করার কাজ কখনো তাঁকে পরিশ্রান্ত করেনা। তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান।

১. আল্লাহ সবশ্রেষ্ঠ। ২. আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ৩. হে আল্লাহ তুমি শান্তিময়, শান্তি তোমার নিকট থেকেই আসে, তুমি বরকতময়- হে মর্যাদাবান সম্মানিত সত্তা। ৪. আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক বা অংশিদার নাই। সকল রাজত্ব কর্তৃত্বের নিরংকুশ মালিকানা কেবলই তাঁর এবং সকল প্রশংসার হকদার শুধুই তিনি; এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। ৫. সুবহানাল্লাহ: আল্লাহ পুত পবিত্র। ৬. আল হামদুলিল্লাহ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। ৭. আল্লাহু আকবার: আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। ৮. হে আল্লাহ তোমার দান কেউ রুখতে পারেনা আর কেউ দান করতে পারেনা যা তুমি রুখে দাও কোন মর্যাদার অধিকারী নাই, কেউ কোন উপকার করার ক্ষমতা রাখেনা মর্যাদার উৎস কেবলই তুমি হে দয়াময়।

নবী জীবনের কথা
সীরাতে ইবনে হিশাম
মূলঃ ইবনে হিশাম
অনুবাদঃ আকরাম ফারুক
১৫

আরব গণক, ইহুদী পুরোহিত ও খৃষ্টান ধর্ম যাজকদের ভবিষ্যদ্বাণী

ইহুদী পুরোহিত, খৃস্টান ধর্মযাজক ও আরব গণকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন যে, তাঁর আগমনের সময় ঘনিয়ে আসছে। ইয়াহুদ ও খৃস্টান যাজক সম্প্রদায় এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাদের স্ব স্ব আসমানী কিতাবে বর্ণিত শেষ নবী ও তাঁর আবির্ভাবের সময়ের লক্ষণসমূহ বিচার করে এবং তাদের নবীগণ তাঁর সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন তার নিরিখে। আর আরব গণকের ভবিষ্যদ্বাণীর উৎস ছিল ফেরেশতাদের কথাবার্তা আড়ি পেতে শ্রবণকারী জিনদের কাছ থেকে পাওয়া খবর। তখনও উল্কাবাণ নিক্ষেপ করে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করতঃ আড়িপাতা থেকে নিবৃত্ত করা হতো না। এই শয়তানরা গণক নারী-পুরুষদের কাছে আসতো। ফলে তারা মাঝে মাঝে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে কিছু কিছু পূর্বাভাস দিত। সাধারণ আরবরা এসব পূর্বাভাসে তেমন কর্ণপাত করতো না। কিন্তু হযরতের আবির্ভাব ঘটার পর এবং আভাস দেয়া লক্ষণগুলো বাস্তবে সংঘটিত হবার পর সকলেই তা জানতে ও উপলব্ধি করতে পারলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের সময় যখন আসন্ন হয়ে উঠলো তখন শয়তানদের আড়িপাতা বন্ধ করা হলো এবং যেসব ঘাঁটিতে বসে তারা আড়িপাততো সেসব ঘাঁটিতে তাদের আনাগোনা উল্কাবাণ নিক্ষেপ করে বন্ধ করা হলো। এতে জিনরা বুঝতে পারলো যে, এ পদক্ষেপ সৃষ্টিজগতে আল্লাহর কোন বিশেষ প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা বলবৎ করার লক্ষ্যেই গৃহীত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহর (স) দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ইবনে হিশাম বলেন, হযরত আলী ইবনে আবু তালিবের পুত্র মুহাম্মদের পুত্র ইবরাহীম থেকে গুফরার আযাদকৃত দাস উমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেনঃ

আলী ইবনে আবু তালিব যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করতেন তখনই বলতেন, “তিনি অধিক লম্বা ছিলেন না, আবার খুব বেঁটেও ছিলেন না বরং তিনি উচ্চতায় মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তাঁর চুল অত্যধিক কুঞ্চিত ছিল না আবার একেবারে অকুঞ্চিতও ছিল না। বরং তা কিঞ্চিত কোঁকড়ানো। তিনি বেশী স্থূল বা মোটা দেহের অধিকারী ছিলেন না। তাঁর মুখমণ্ডল একেবারে গোলাকার ও ক্ষুদ্র ছিল না। চোখ দুটো ছিল কালো। লম্বা ভ্রূ-যুগল, গ্রন্থির হাড়গুলো ও দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী হাড়টি ছিল উঁচু ও সুস্পষ্ট। বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল ছিল হালকা লোমে আবৃত। হাত ও পায়ের পাতা ছিল পুষ্ট, চলার সময় পা দাবিয়ে দিতেন না, মনে

হতো যেন কোন নিম্ন ভূমিতে নামছেন। কোনদিকে ফিরে তাকালে গোটা শরীর নিয়ে ফিরতেন। তাঁর দুই স্কন্ধের মাঝখানে নবুওয়াতের সীল বা মোহর লক্ষণীয় ছিল। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ দানশীল, শ্রেষ্ঠতম সাহসী, অতুলনীয় সত্যবাদী, সবচেয়ে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন, সবচেয়ে অমায়িক ও মিশুক। প্রথম নজরে তাকে দেখে সবাই ঘাবড়ে যেতো।” তাঁর প্রশংসাকারী আলী (রা) বলেন, “তাঁর মত মানুষ তাঁর আগেও দেখিনি পরে দেখিনি।”

ইনজীলে রাসূলুল্লাহর (সা) বিবরণ

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ঈসা আলাইহিস সালামের যে বিবরণ ও প্রতিশ্রুতি ঈসার সহচর ইউহান্না কর্তৃক সংকলিত ইনজীলে বর্ণিত হয়েছে এবং যা স্বয়ং ঈসা আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত ওহী অনুসারে লিপিবদ্ধ করিয়েছেন, আমার জানা মতে তা এই ঃ

“যে ব্যক্তি আমাকে হিংসা ও ঘৃণা করে, সে স্বয়ং আল্লাহকে ঘৃণা করে। যেসব কাজ আর কেউ কখনো করেনি, তা যদি আমি তোমাদের সামনে করে না দেখাতাম, তাহলে তাদের (অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের) কোন দোষ হতো না। কিন্তু এখন তারা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা ভেবেছে যে, এভাবে তারা আমাকে ও আল্লাহকে পরাজিত করতে পারবে। এসব ঘটেছে এজন্য যাতে খোদায়ী গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। বস্তুতঃ তারা অন্যায়ভাবে আমাকে ঘৃণা করেছে। ‘মুনহামান্না'- যাকে আল্লাহ পাঠাবেন- যদি তোমাদের কাছে আসেন, তবে তিনিই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন। তিনি আল্লাহর নিকট থেকে আগত পবিত্র আত্মা। আর তোমরাও অবশ্যই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ। আমি তোমাদেরকে এ সমস্ত কথা এ জন্য বললাম, যাতে তোমরা অভিযোগ না করতে পার। সুরিয়ানী ভাষায় ‘মুনহামান্না' অর্থ মুহাম্মাদ। আর রোমান ভাষায় এর প্রতিশব্দ হলো ‘বারাকলিটাস।'

নবুওয়াত লাভ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন চল্লিশ বছর হলো, আল্লাহ তাঁকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য করুণাস্বরূপ এবং গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা করে পাঠালেন। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন তাঁদের প্রত্যেকের নিকট থেকে আল্লাহ তায়ালা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তাঁরা নাকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনবেন, তাঁকে সমর্থন করবেন এবং তাঁর বিরোধীদের মুকাবিলায় তাঁকে সাহায্য করবেন। আর তাদের প্রতি যারা ঈমান আনবে ও সমর্থন জানাবে তাদেরকেও এ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেবেন। সেই অঙ্গীকার অনুসারে প্রত্যেক নবী নিজ নিজ অনুসারীদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে নেয়া ও তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে যান।

‘আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন, “আল্লাহ তায়ালা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানিত করতে ও মানব জাতিকে তাঁর দ্বারা অনুগৃহীত করতে মনস্থ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের অংশ হিসেবে নির্ভুল স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতে তা ভোরের

সূর্যোদয়ের মতই বাস্তব হয়ে দেখা দিত। এই সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নির্জনে অবস্থান করার প্রতি আগ্রহী করে দেন। একাকী নিভৃতে অবস্থান তাঁর কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় হয়ে ওঠে।”

আবদুল মালিক ইবনে উবাইদুল্লাহ বর্ণনা বলেন ঃ

আল্লাহ তায়ালা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করতে মনস্থ করলেন ও নবুওয়াতের সূচনা করলেন, তখন তিনি কোন প্রয়োজনে বাইরে বেরুলে লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে মক্কার পার্বত্য উপত্যকায় ও সমভূমিতে চলে যেতেন। তখন যে কোন পাথর বা গাছের পাশ দিয়েই তিনি অতিক্রম করতেন ঐ পাথর বা গাছ বলে উঠতো, “আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ!” (হে আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি সালাম)। এ কথা শুনা মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশে-পাশে ডানে-বামে ও পেছনে ফিরে তাকাতেন। কিন্তু গাছ বা পাথর ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতেন না। কিছুদিন কেটে গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে শুনতে ও দেখতে থাকলেন। অতঃপর রমযান মাসে তিনি যখন হেরা গুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর কাছে আল্লাহর তরফ থেকে পরম সম্মান ও মর্যাদার বাণী বহন করে জিবরীল আলাইহিস সালাম এলেন।

উবাইদ ইবনে ‘উমাইর থেকে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবছর এক মাস হেরা গুহায় কাটাতেন। জাহিলিয়াতের যুগে কুরাইশরাও এই একইভাবে মূর্তিপূজা বাদ দিয়ে নিভৃত তপস্যায় মগ্ন হতেন। প্রতি বছর একটা মাস তিনি এভাবে নির্জনে ইবাদাত করে কাটাতেন। উক্ত মাসে তাঁর কাছে যত দরিদ্র লোকই থাকতো তাদেরকে তিনি খাবার দিতেন। এক মাসের এই নির্জনবাস সমাপ্ত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বাড়িতে ফিরে যাবার আগে সর্বপ্রথম কা'বা শরীফে প্রবেশ করে সাতবার বা ততোধিক বার তাওয়াফ করতেন এবং একাজ করার পরই কেবল বাড়িতে ফিরে আসতেন। অতঃপর আল্লাহ কর্তৃক তাঁকে পরম সম্মানে ভূষিত করার মাসটি অর্থাৎ নবুওয়াত প্রাপ্তির বছরের রমযান মাস সমাগত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথারীতি হেরায় অবস্থানের জন্য রওয়ানা হলেন। অবশেষে সেই মহান রাতটি এলো, যে রাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রিসালাত দিয়ে গৌরবান্বিত করলেন। এই সময় আল্লাহর নির্দেশে জিবরীল আলাইহিস্ সালাম তাঁর কাছে আসলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এই অবস্থায় জিবরীল একখণ্ড রেশমী কাপড় নিয়ে আবির্ভূত হলেন। ঐ রেশমী বস্ত্রখণ্ডে কিছু লেখা ছিল। জিবরীল আমাকে বললেন, “পড়ুন”! আমি বললাম, “আমি পড়তে পারি না।” (চলবে)

সাক্ষাৎকার

আরব আমিরাত শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে সকল বাধা দূর করার লক্ষ্যে কাজ করতে আগ্রহী

সাক্ষাৎকারে আরব আমিরাতের সাবেক এমপি নাজলা আল আওয়াদি

প্রশ্ন: আপনি ইউএই ফেডারেল ন্যাশনাল কাউন্সিলের ৯ জন নারী এমপি'র মধ্যে একজন, যেখানে সবেমাত্র নারীরা রাজনৈতিক প্রবেশাধিকার অর্জন করেছে। নিজেকে একজন এমপি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আপনাকে কি কি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে?

উত্তর: আমি এটাকে কঠিন বলতে চাই না, আমি বলতে চাই এটা একটা চ্যালেঞ্জ এবং আমি সবসময়ই চ্যালেঞ্জ পছন্দ করি। শুরুতে এটা কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি তা মোকাবেলা করেছি। পার্লমেন্টে আমার এই সময়গুলো বলতে গেলে আমাকে অমূল্য অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিয়েছে। এর মধ্যদিয়ে আমি আমাদের সমাজ যেসব কঠিন কঠিন কৌশলগত সমস্যার সম্মুখীন সেগুলো সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভের সুযোগ পেয়েছি। এবং সেই সাথে এসব সমস্যার উত্তরণে যেসব প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কেও আমি গভীরভাবে অনুধাবন করেছি।

প্রশ্ন: আপনি সবচেয়ে কম বয়সী এমপি। পার্লামেন্টে কাজ করতে গিয়ে প্রবীণ এমপিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কি বা তারা আপনার কাজটাকে কিভাবে নিয়েছে?

উত্তর: এটা ঠিক, সবাই প্রথমে মনে করেছে আমার অভিজ্ঞতা কম। আর যেহেতু আমার বয়স কম সেহেতু পার্লামেন্টে কাজ করার যোগ্যতা নেই। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, পার্লামেন্টে আমার কাজের ধরনের কারণে আমি প্রবীণদের কাজ থেকে শ্রদ্ধাবোধ অর্জন করতে পেরেছি। আমি সবসময় অভিজ্ঞতা অর্জন, জ্ঞানার্জন ও পরিশ্রমে বিশ্বাসী। পার্লামেন্টে কাজ করার সময় আমি এ নীতিমালা মেনে চলেছি। আমার বয়স কম এটা ভাবিনি, আমি সমাজের জন্য কি করতে পারি এটা ভেবেছি।

প্রশ্ন: এর আগে এক সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন, আপনি মিডিয়ার চেয়ে পার্লামেন্টে কাজ করে দেশের সেবা বেশী করতে পারবেন। ৩ বছর ধরে এমপি থাকার পর এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি? আপনি কি এখনো সেই মতেই আছেন?

উত্তর: আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, মিডিয়া এবং পার্লামেন্টের ভূমিকা প্রশংসা ও শ্রদ্ধামূলক এবং একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুটোরই প্রকাশ ঘটে জনসেবামূলক কাজের উপর। গণমাধ্যম জনগণকে তথ্য জানাতে পারে, সুশিক্ষিত করতে পারে যাতে করে তারা কার্যকরভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে। এমপি হিসেবে আমি দেশের বিদ্যমান আইন পর্যালোচনা ও উন্নত আইন প্রণয়নের সংগে যুক্ত এবং সমাজ যেসব সমস্যার সম্মুখীন সে সম্পর্কে জনগণ ও সরকারের সংগে সেতুবন্ধনের কাজ করি, প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করি। আমি যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে চাই সেগুলো হচ্ছে শিক্ষা, যুব উন্নয়ন, গণমাধ্যমের বিকাশ।

প্রশ্ন: মিডিয়ায় কাজ করতে গিয়ে আপনি বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এটা আপনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে কতখানি সহায়ক?

উত্তর: মিডিয়ায় কাজ করতে গিয়ে আমি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যে, জনমত গঠন এবং তাদের করণীয় নির্ধারণে গণমাধ্যমের বিরাট প্রভাব রয়েছে। একটি সুশীল সমাজ গঠনে এবং সকল নাগরিকের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদের উচিত জনসাধারণকে আরো বেশি করে সকল বিষয়ে সচেতন করা। তাদেরকে বস্তুনিষ্ঠ আধুনিক গণমাধ্যম লাভের সুযোগ দিতে হবে। আমি পার্লামেন্টে আমার মেয়াদকালে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি মনে করি সংযুক্ত আরব-আমিরাতে প্রগতিশীল গণমাধ্যম বাজার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এমপিদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মিডিয়ায় কাজ করার অভিজ্ঞতার ফলে আমি জানতে পেরেছি এটা কিভাবে কাজ করে। ফলে আমি এ কাজগুলো সঠিকভাবে করতে পেরেছি।

প্রশ্ন: আফগানিস্তানে ও পাকিস্তানে নারী এমপিরা কাজ করতে গিয়ে নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। আরব আমিরাতে আপনি কি এ ধরনের কোন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন? নারী এমপিরা পুরুষ এমপিদের কাছ থেকে অসহযোগিতা পেয়েছেন?

উত্তর: আমি মনে করি যে, আরব আমিরাতের নারীরা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নারীদের তুলনায় রাজনৈতিভাবে কম সচেতন। আরব আমিরাতের নারীরা যাতে আরো এগিয়ে আসে এ ব্যাপারে সরকার কাজ করছে। তবে আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে, আরব আমিরাতে নারীরা পুরুষদের সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখনো পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বাস করি। যেখানে পুরুষকে এখনো উত্তরাধিকারের রক্ষক ও প্রকৃতিগত নেতা মনে করা হয় এবং নারীদের ভূমিকা সেই আলোকেই নির্ণীত হয়ে থাকে। সমাজ এগিয়ে চলেছে, তবে নারীদের পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা অর্জনের পর্যায়ে নিয়ে যেতে আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

প্রশ্ন: আপনি আরব বিশ্ব মানবাধিকার বিশেষ করে নারী অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন। অন্য কোন মুসলিম দেশের এমপিদের সংগে আপনার যোগাযোগ আছে কি?

উত্তর: নি:সন্দেহে আরব মহিলাদের মধ্যে অবশ্যই সংহতি থাকা উচিত, হোক তারা এমপি, সুশীল সমাজের কর্মী অথবা সাধারণ নারী, যারা এ লক্ষ্যে কাজ করতে চায়। আরব বিশ্বের নারী এমপিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিরও খুবই প্রয়োজন রয়েছে। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং আইন প্রণয়নের কাজে আরব বিশ্বের এমপিরা নিয়মিতই সভা করে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজনবোধ করছি এ বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার। যাতে করে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে। আমরা আরব বিশ্বের নারীর মর্যাদার দিক থেকে যে এসব সমস্যার সম্মুখীন সেগুলো দূর করতে চাই।

প্রশ্ন: শান্তি ও নিরাপত্তা প্রশ্নে নারী এমপিরা তাদের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। আরব আমিরাতে এ প্রচেষ্টা কতখানি সফল এবং কতখানি বাধাগ্রস্থ?

উত্তর: শান্তি ও নিরাপত্তা বিশেষ করে সংঘাত প্রতিরোধ আরব আমিরাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়। আরব আমিরাত সবসময় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংঘাত কূটনীতি সংলাপ ও প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সদ্ভাবের মধ্যদিয়ে সমাধানের মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে চায়। আরব আমিরাত মধ্যপ্রাচ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকায় অবস্থিত। আর দেশটি বিভিন্ন জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে চলেছে। আমরা আন্ত:সম্পর্কিত বিশ্বে বসবাস করি সুতরাং আমাদের দেশের কৌশলগত স্বার্থেই সংঘাত প্রতিরোধ করা জরুরী। আরব-আমিরাত সক্রিয় কূটনীতি ও সংলাপের পন্থা অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংগে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে চায়।

নিবন্ধ

পবিত্র হজ্জ উমরা ও যিয়ারত

ফারজানা ইয়াসমিন (জান্নাতী)

হজ্জ একটি ফরয ইবাদাত। সামর্থবান ব্যক্তিদের জীবনে একবার হজ্জ করতে হয়। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিমগণ হজ্জ পালনের উদ্দেশে মক্কা নগরীতে একত্রিত হন। আমাদের দেশের বহু লোক প্রতি বছর হজ্জে যান। এবার যারা হজ্জে যাবেন তাদের উদ্দেশ্য হজ্জ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য নিন্মে আলোকপাত করা হলো।

হজ্জ শব্দের অর্থ : হজ্জ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য শরীয়তের নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে কা'বা শরীফ ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে ইসলামের পরিভাষায় হজ্জ বলা হয়।

হজ্জের হুকুম : মহান আল্লাহ সামর্থ্যবান বন্দাদের উপর বাইতুল্লাহর হজ্জ ফরয করেছেন। এ মর্মে তিনি ঘোষণা করেছেন: "মানুষের মধ্যে যারা বাইতুল্লাহ যেতে সক্ষম তাদের উপর আল্লাহর জন্যে বাইতুল্লাহর হজ্জকে ফরয করে দেয়া হয়েছে" [সূরা আলু-'ইমরান, আয়াত : ৯৭]।
হজ্জের ফযীলত : হজ্জ ইসলামের পাঁচ রুকনের এক রুকন। যে ব্যক্তি কোন প্রকারের পাপ, অন্যায় ও অপরাধ ব্যতীত খালেসভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এক 'উমরা থেকে অন্য 'উমরা তাদের মধ্যবর্তী অপরাধের মার্জনাকারী। আর যথাযোগ্য হজ্জের প্রতিদান হল জান্নাত"। [সহীহ বুখারী]

হজ্জের প্রকারভেদ
১. তামাত্তু হজ্জ : হজের মাসসমূহে পৃথকভাবে প্রথমে উমরা ও পরে হজ্জ আদায় করাকে তামাত্তু হজ্জ বলে।
২. কিরান হজ্জ : উমরার সাথে যুক্ত করে একই ইহরামে উমরা ও হজ্জ আদায় করাকে কেরান হজ্জ বলে।
৩. ইফরাদ হজ্জ : উমরা না করে শুধু হজ্জ করাকে ইফরাদ হজ্জ বলে। এ ক্ষেত্রে মিকাত থেকে শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধতে হয়।

ইহরাম বাঁধার কার্যাবলী : হাজীসাহেব গোসল করবেন, পরিস্কার হবেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করবেন। অবশেষে ইহরামের নিয়্যত করে পুরুষ হলে সেলাইবিহীন কাপড় আর নারী হলে স্বাভাবিক কাপড়ই পরিধান করবেন। তারপর নিয়্যতানুযায়ী বাক্য উচ্চারণ করবেন। যদি এফরাদ হজ্জের নিয়্যত করে থাকেন তাহলে বলবেন 'লাব্বায়িক হাজ্জান' আর যদি তামাত্তু হজ্জের নিয়ত করে থাকে তবে উমরার জন্য বলবে 'লাব্বায়িক উমরাতান' আর যদি কিরান হজ্জের নিয়্যত করে থাকে তবে বলবে 'লাব্বায়িক 'উমরাতান ওয়াহাজ্জান'। রাসূলুল্লাহ সা. থেকেই এভাবেই সাব্যস্ত হয়েছে।

বি: দ্র: আগে মক্কায় গেলে বিমানে উঠার পূর্বে অথবা বিমানে উঠার পর ইহরাম বাঁধতে হবে। আর যারা প্রথমে মদীনা শরীফে যাবেন তাদের ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। বরং তারা মদীনা থেকে মক্কায় যাওয়ার সময় মদীনার মীকাত থেকে তাদের নিয়্যতানুযায়ী ইহরাম বাঁধবেন।
ইহরামাবস্থায় নিষিদ্ধ কার্যাবলী: ইহরামের নিয়তকারীর উপর নিন্মোক্ত কার্যাবলী হারাম হয়ে যাবে:

১. নারী-পুরুষ নিজের বা অন্যের চুল কাটা বা মাথা মুড়ানো, ২. নখ কাটা, ৩. সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৪. পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা, ৫. পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা, ৬. মহিলার জন্যয় চেহারা ঢাকা আজনবীর মুখোমুখী হওয়া ছাড়া, ৭ স্থলপ্রাণী শিকার করা, ৮. নিজে বিবাহ করা বা অন্যকে বিবাহ দেয়া, ৯. সহবাস করা, ১০. যৌনপথ ছাড়া অন্য কোন পন্থায় শাহওয়াত পূর্ণ করা এবং ১১. হারাম শরীফের গাছ-গাছালী কর্তন করা, তবে এটি ইহরামকারী ও অন্যান্য সকলের জন্য নিষিদ্ধ।

হজ্জের ওয়াজিবসমূহ

১. মীকাত থেকে ইহরাম বাধা, ২. মিনায় রাত্রীযাপন করা, ৩. নয় তারিখের সন্ধ্যা পর্যন্ত ‘আরাফাতে অবস্থান করা, ৪. মুযদালিফায় রাত্রীযাপন করা, ৫. কংকর নিক্ষেপ করা, ৬. মাথা মুড়ানো অথবা চুল ছোট করা। তবে মাথা মুড়ানোই উত্তম। কারণ তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার দোয়া করেছেন এবং ৭. তাওয়াফুল বিদাত তথা বিদায় তাওয়াফ করা।

হজ্জের সুন্নাতসমূহ

১. ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা, ২. ইহরাম বাঁধার পর তালবীয়া পাঠ করা, ৩. এফরাদ ও কিরান হজ্জের নিয়্যতকারী তাওয়াফে কুদুম করা, ৪. আরাফাতের রাত্রীতে মিনাতে রাত্রীযাপন করা, ৫. তাওয়াফে কুদুমে ইজতেবা‘অ করা। ইজতেবা‘অ হল, ইহরামের চাদর ডান বগলের নীচ দিয়ে এনে বাম কাঁধে জড়ান এবং ৬. প্রথম তিন চক্করে রামল করা। রামল হল, বীরদর্পে হাত দুলিয়ে দ্রুত পায়ে চলা।

মক্কার হারাম শরীফ তথা বাইতুল্লাহতে পৌছার পর হাজী সাহেবের যা করণীয়

১. এফরাদ হজ্জের নিয়্যতকারী তাওয়াফে কুদুম তথা বাইতুল্লাহর চারদিকে সাত চক্কর মারা। আর তামাত্তু‘উ ও কিরান হজ্জের নিয়্যতকারী উমরার তাওয়াফ করা, ২. সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে অন্যথায় যে কোন স্থানে দু'রাকাত সালাত আদায় করা, ৩. যমযমের পানি পান করা, ৪. সা‘য়ী করা তথা সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে সাত চক্কর মারা। সাফা পাহাড় থেকে চক্কর শুরু হবে এবং মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে শেষ হবে। তামাত্তু‘উ ও কিরান হজ্জের নিয়্যতকারী ‘উমরার সা‘য়ী করবে। আর এফরাদ হজ্জের নিয়্যতকারী হজ্জের সা‘য়ী করবে। তবে এফরাদ হজ্জের নিয়তকারী চাইলে সায়ী ১০ তারিখের পরও করতে পারবেন এবং ৫. তামাত্তু‘উ হজ্জের নিয়্যতকারী মাথা মুণ্ডন করে অথবা চুল ছোট করে প্রথমিক হালাল হওয়া আর এফরাদ ও কিরান হজ্জের নিয়্যতকারী ইহরাম অবস্থায় ৮ তারিখ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবে।

আট তারিখের কার্যাবলী

তামত্তু‘উ হজ্জের নিয়্যতকারী ফজরের সালাতের পর মসজিদ বা মক্কার বাসস্থান থেকে হজ্জের ইহরাম বেধে এবং এফরাদ ও কিরান হজ্জের নিয়্যতকারী তাদের পূর্বোক্ত ইহরামের সহিত মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, ‘ইশা ও ৯ তারিখের ফজরের সালাত আদায় করা।

নয় তারিখের কার্যাবলী

১. ফজরের পর ‘আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা, সেখানে জোহর ও আসরের সালাত আদায় করা এবং বেশী বেশী যিকির, দু‘আ ও তেলাওয়াত করা (সূর্যাস্ত পর্যন্ত) এবং ২. সূর্যাস্তের পর মুজদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা এবং সেখানে মাগরিব ও ‘ইশার সালাত আদায় করে ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

দশ তারিখের কার্যাবলী

১. জরের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে জামরাতুল আকাবাতে পাথর মারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা এবং দ্বিপহরের পূর্বে পাথর মারা। যারা অপারগ তারা দ্বিপ্রহরের পর পাথর মারলেও চলবে। যদি এমন কেউ থাকে যে তার পক্ষে কিছুতেই জামরাতুল আকাবাতে গিয়ে পাথর মারা সম্ভব নয় সে অন্য কাউকে পাথর মারার দায়িত্ব দিতে পারবে, ২. মাথা মুণ্ডানোন বা চুল ছোট করে প্রাথমিক হালাল হওয়া, ৩. সম্ভব হলে তাওয়াফে ইফাদাহ করা। অন্যথায় ১১/১২ তারিখেও করা যাবে, ৪. সম্ভব হলে তামাত্তু‘উ ও কিরান হজ্জের নিয়্যতকারী হজ্জের সা‘য়ী করা। আর এফরাদ হজ্জের নিয়্যতকারী আগে সা‘য়ী না করে থাকলে সা‘য়ী করা। তবে চাইলে সা‘য়ী ১১/১২ তারিখেও করা যাবে এবং ৫. মক্কায় গিয়ে থাকলে মিনাতে রাত্রীযাপনের জন্য প্রত্যাবর্তন করা।

এগার ও বার তারিখের কার্যাবলী

১. দ্বিপ্রহরের পর তিন জমরাত (ছুগরা, উসতা ও কুবরা) এ পাথর নিক্ষেপ করা এবং ২. তের তারিখে তাওয়াফুল বিদার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসা এবং বিদায়ের পূর্বে তাওয়াফুল বিদা করে হজ্জের কার্য পূর্ণভাবে সম্পন্ন করে পরিপূর্ণ হালাল হয়ে যাওয়া।

‘উমরার হুকুম

বিশুদ্ধ তানুযায়ী ‘উমরা সুন্নাত। কেননা হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, সেটি কি ওয়াজিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওয়াজিব না, তবে তুমি ‘উমরা করলে ভাল'। [সুনান তিরমিযি]

ওমরার কার্যাবলী

১. মিকাত থেকে উমরার নিয়্যত করা (মক্কায় অবস্থানরত ব্যক্তি মক্কায় অবস্থিত মসজিদে আ‘য়িশা তথা তান‘ঈম থেকে ইহরাম বেধে বাইতুল্লাহতে এসে তাওয়াফ, সা‘ঈ ও অন্যান্য কার্য আদায়ের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করতে হবে), ২. তাওয়াফ করা, ৩. দুরাকাত সালাত আদায় করা (সম্ভব হলে মাকামে ইবরাহীমের নিকটে আদায় করা, অন্যথায় মসজিদের যে কোন স্থানে আদায় করলেই চলবে), ৪. জমজমের পানি পান করা, ৫. সা‘ঈ করা, ৬. মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছোট করা এবং ৭. ইহরাম থেকে হালাল হওয়া।

মদীনা শরীফের যিয়ারত

মসজিদে নববী যিয়ারতের নিয়ত করে আপনি মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। মদিনায় প্রবেশের সময় মদিনায় ইসলামের যে ইতিহাস বনেছে তা স্মরণ করবেন। মক্কার মতো মদিনাও পবিত্র। তাই মদিনায় গিয়ে যাতে আপনার দ্বারা কোনো বেয়াদবি না হয়, কোনো গুনাহ-পাপে লিপ্ত না হন, সে জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন। মদিনায় আপনার হোটেল বা বাসায় গিয়ে মালপত্র রেখে সামান্য বিশ্রাম করে নিন। এরপর মসজিদে নববীতে চলে যান।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ

যে কোনো দরজা দিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করতে পারেন। প্রবেশের সময় ডান পা আগে দিন। আল্লাহর নাম স্মরণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরুদ পাঠ করুন। আল্লাহ যেন আপনার জন্য তাঁর রহমতের সমস্ত দরজা খুলে দেন সে জন্য দোয়া করুন। মসজিদে প্রবেশের পর, বসার পূর্বে, তাহিয়াতুল মাসজিদের দু' রাকাত সালাত আদায় করুন। রাওজাতুল জান্নাতে মসজিদের মিহরাবের কাছে সাদা ও সবুজ কার্পেট বিছানো জায়গা আদায় করতে পারলে ভালো। কেননা রওজা শরীফ পবিত্রতম একটি জায়গা, জান্নাতের বাগান হিসেবে হাদীসে যার পরিচয় এসেছে। রওজায় জায়গা না পেলে যে কোনো স্থানে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করুন। এরপর লাইন ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র কবরের দিকে এগিয়ে যান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দুই সাথির কবর যিয়ারতের আদব

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র কবরের সামনে এলে আদবের সাথে দাঁড়ান। দাঁড়ানোর সুযোগ না পেলে চলমান অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাম পেশ করুন, বলুন “আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীউ, ওয়ারাহমাতুল্লাহি ও ওয়াবারাকাতুহ”, ২. এরপর সামনের দিকে এক গজ পরিমাণ এগিয়ে যান। এখানে আবুবকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু ‘আনহু এর প্রতি সালাম পেশ করুন। বলুন “আস্‌সালামুআলাইকা ইয়া আবা বকর, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খলীফাতা রাসূলিল্লাহ ফি উম্মাতিহি, রাদিআল্লাহু আনকা ওয়া জাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরা” এবং ৩. এরপর আরেক গজ সামনে আগান। এখানে ‘উমর রাদিআল্লাহু ‘আনহু এর প্রতি সালাম পেশ করুন। বলুন “আস্‌সালামুআলাইকা ইয়া উমার, আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন, রাদিআল্লাহু আনকা ওয়া জাযাকা আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন খাইরা” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারতের সময় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

১. কবরের দেয়াল ছুঁয়ে বরকত নেয়া, ২. বিপদমুক্তি অথবা কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে প্রার্থনা করা এবং ৩. গুনাহ মাফ করানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বলা। করে যদি কেউ আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চায়, এবং রাসূলুল্লাহও তাদের জন্য গুনাহ মাফ চান, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আল্লাহকে তাওবা গ্রহণকারী ও দয়াময় পাবে।

মদিনা মুনাওয়ারা যিয়ারতকালে ভুলত্রুটি

১. মদিনা যিয়ারত হজ্জের অংশ বলে মনে করা, ২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর যিয়ারতকালে কবরের চারপাশের দেয়াল বা লোহার জানালাগুলো স্পর্শ করা, চুম্বন করা এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে জানালায় সূতা বা অনুরূপ কিছু বাঁধা, ৩. অভাব পূরণের জন্য কিংবা বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে দোয়া করা। কোনো কিছুর জন্য দোয়া কেবল মহান আল্লাহর কাছেই করার বিধান রয়েছে, ৪. মসজিদে নববীর ভেতর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিহরাব ও উসমানী মিহরাবে দু'রাকাত সালাত আদায় করা ও একে বরকতময় মনে করা, ৫. মসজিদে নববীর দেয়াল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিহরাব ও মিম্বার বরকতের উদ্দেশে স্পর্শ করা, কিংবা এতে চুম্বন করা, ৬. উহুদ পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায় যাওয়া এবং তাবাররুক লাভের আশায় ছেঁড়া

কাপড় বা নেকরা বাঁধা এবং সেখানে এমন-সব কাজ করা যাতে আল্লাহর ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুমতি নেই, ৭. এ ধারণা পোষণ করে কিছু স্থানের যিয়ারত করা যে, এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিদর্শন। যেমন উষ্ট্রীর বসার স্থান, আংটি কূপ (যে কূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আংটি পড়ে গিয়েছিল) অথবা উসমান রাদিআল্লাহু ‘আনহু এর কূপ। আর বরকত লাভের আশায় এ সমস্ত স্থান হতে মাটি সংগ্রহ করা, ৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবরের পাশে গিয়ে উচ্চস্বরে দোয়া পাঠ করা এবং এ ধারণা করে সেখানে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করতে থাকা যে, এ স্থান দোয়া কবুলের বিশেষ স্থান। মসজিদে নববীতে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সালাত আদায় ওয়াজিব মনে করা। বাকি কবরস্থান ও উহুদের শহীদদের কবরস্থানে গিয়ে তাদের কবর যিয়ারতকালে কবরে শায়িত ব্যক্তিদের আহ্বান করা এবং কল্যাণ-বরকত লাভের আশায় যেখানে টাকা পয়সা নিক্ষেপ করা এবং ৯. সাত মসজিদ নামক স্থানে গিয়ে ফযীলত লাভের উদ্দেশে প্রত্যেকটি মসজিদে দু'রাকাত করে সালাত আদায় করা। মদিনায় থাকাকালীন সময়ে খালি পায়ে চলা এ বিশ্বাসে যে মদিনায় জুতা পরিধান করা উচিত নয়।

পরিসমাপ্তি

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘মাবরূর হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়'। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, প্রতিটি হাজী সাহেব যেন সুন্নাহ মোতাবেক হজ্জ পালনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীর সুসংবাদ গ্রহণকারী হতে পারে। আমীন!!

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র কতদূর?
গণতন্ত্রের পথে লিবিয়া

মতিন মাহমুদ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সদস্যপদ লাভের জোরদার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাতে কতখানি সাফল্য আসবে সে নিয়ে সংশয় সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ফিলিস্তিনী সকল পক্ষ এ প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ ও আন্তরিক। কিন্তু এতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাইলমুখী একগুঁয়ে মনোভাব। দেশটি এ ক্ষেত্রে সকল ধরনের বাধা সৃষ্টি করে চলেছে এবং প্রয়োজনে এ প্রশ্নে ভেটো প্রয়োগেরও হুমকি দিয়েছে। অন্যদিকে ইউরোপ ছাড়া মুসলিম বিশ্বসহ বাদবাকী বিশ্ব ফিলিস্তিনের সদস্যপদ দানের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়ে আসছে। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী তাইয়েব এরদুয়ান সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, জাতিসংঘে ফিলিস্তিনী পতাকা তোলার এটাই সময়। মিসর সফরকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

অপরদিকে ঈদুল ফিতরের পূর্ব মুহূর্তে লিবিয়ায় গণতন্ত্রপন্থী বিদ্রোহীরা রাজধানী ত্রিপোলী দখল করে নিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও সাবেক নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফীকে এখনো আটক করতে পারেনি। গাদ্দাফী এখন কোথায়, দেশে না দেশের বাইরে সেটাই এখন প্রশ্ন। গাদ্দাফীপন্থীরা দেশের সামান্য কিছু এলাকায় এখনো নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখলেও তাদের চূড়ান্ত পরাজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। বিদ্রোহীদের জাতীয় অন্তর্বর্তী পরিষদ (এনটিসি) বিজয় সংহত করে গণতন্ত্র পুন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

জাতিসংঘ একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি লাভের জন্য আরব রাষ্ট্রগুলো জোরালো চেষ্টা চালাবে বলে জানিয়েছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী হামাদ বিন সুলায়মান আল ছানি। হামাদ বিন সুলায়মান বলেছেন, তিনি আশা করছেন ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্র লাভের উদ্যোগকে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে তোলার আরব পরিকল্পনাকে ওই সমাবেশ সমর্থন দেবে। ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস গত ২২ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেয়ার আগে মহাসচিব বান কি মুনের কাছে ফিলিস্তিনের সদস্য পদ চেয়ে আবেদন পত্র পেশ করেন। বিষয়টি এখন নিরাপত্তা পরিষদে যাবে।

জাতিসংঘ বর্তমানে ফিলিস্তিনের পর্যবেক্ষক মর্যাদা রয়েছে। ইসরাইলের সাথে কয়েক বছর ধরে আলোচনা চালিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর এখন তারা জাতিসংঘ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা চালাতে চাইছে।

মিসর সফররত তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রজব তাইয়েব এরদোয়ান বলেছেন, জাতিসংঘ দফতরে স্বাধীন ফিলিস্তিনের পতাকা তোলার এটাই সময়। আসুন আমরা ফিলিস্তিনের পতাকা ওড়াই। যে পতাকা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও ন্যায়বিচারের প্রতীক হয়ে উড়বে। তিনি আরো বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে ইসরাইল বাধা সৃষ্টি করছে। মিসর সফরের শেষ পর্যায়ে ১৩ সেপ্টেম্বর কায়রো অপেরা হাউজে দেয়া বক্তৃতায় এরদুয়ান এসব কথা বলেছেন। ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া কোনো বিকল্প সমাধান নয় বরং তা করাটা এখন অত্যাবশ্যক।

মধ্যপ্রাচ্যে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্ড়ি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সবাইকে অবদান রাখার আহ্বান জানান তিনি। এরদুয়ান বলেন, ইসরাইল তার সব বৈধতা হারিয়েছে এবং ইহুদিবাদী সরকারের এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই।

জাতিসংঘে ফিলিস্ড়িনের সদস্যপদ লাভের উদ্যোগ ঠেকানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ঊর্ধ্বতন দূতেরা নতুন করে কূটনীতি শুরু করেছেন। ইসরাইল ও ফিলিস্ড়িনিদের মধ্যে আলোচনা আবার শুরু করতে তারা এখন মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থান করছেন। যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে ফিলিস্ড়িনি প্রস্ড়াবের ভেটো দেয়ার হুমকির পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে দূতও পাঠিয়েছে। এদিকে ফিলিস্ড়িনি রাষ্ট্রের স্বীকৃতির জন্য জাতিসংঘে গেলে ফিলিস্ড়িন স্বশাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিয়েছেন ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আভিগদর লিবারম্যান। কট্টর ফিলিস্ড়িনবিরোধী হিসেবে পরিচিত লিবারম্যান কঠোর ব্যবস্থা বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন তা অবশ্য পরিষ্কার করে বলেননি তিনি।

বিশে□ষকদের ধারণা, জাতিসংঘে ফিলিস্ড়িনের স্বীকৃতির বিষয় উত্থাপিত হলে ২৭ সদস্যের ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ ব্যাপারে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। কয়েকটি দেশ এতে সমর্থন, আবার কয়েকটি দেশ বিরোধিতা করতে পারে। আলোচনা গত বছর সেপ্টেম্বরে শুরু হলেও অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি নির্মাণ বন্ধ রাখার মেয়াদ বাড়াতে ইসরাইল রাজি না হওয়ায় আলোচনা আবার বন্ধ হয়ে যায়। ইসরাইলের একগুঁয়েমির কারণে এক বছর ধরে তা আর চালু হতে পারেনি। এ জন্য ফিলিস্ড়িনিরা পূর্ব জেরুসালেমকে রাজধানী করে ১৯৬৭ সালের সীমানায় আন্ড়র্জাতিক স্বীকৃতির ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘে যোগ দেয়ার উদ্যোগ শুরু করে। কিন্ড়ু ফিলিস্ড়িনিরা তাদের উদ্যোগে এখন পর্যন্ড় অনড় রয়েছেন। তারা বলছেন, তারা ১৯৮৮ সালে আলজিয়ার্সে যেমন একতরফা রাষ্ট্র ঘোষণা করেছিলেন, এবার তেমনটি করার পরিকল্পনা করছেন না। তেমনি জাতিসংঘে তাদের রাষ্ট্রের স্বীকৃতিও চাইছেন না। অথচ ফিলিস্ড়িন রাষ্ট্রকে এ পর্যন্ড় ১২৭টি দেশ স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের লক্ষ্য জাতিসংঘে ১৯৪তম সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে অনুমোদন পাওয়া।

গণতন্ত্রের পথে লিবিয়া

লিবিয়ার বিদ্রোহীরা দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রচেষ্টার পর ঈদুল ফিতরের পূর্ব মুহূর্তে শেষ পর্যন্ড় রাজধানী ত্রিপোলী দখল করে নিয়েছে। রাজধানীর পতন হলেও এখনো কার্যত পতন হয়নি লিবিয়ার শাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফী। তিনি অনুগত বাহিনী নিয়ে রাজধানী ছেড়েছেন। তার কোন সন্ধান পায়নি বিদ্রোহীরা। এ পরিস্থিতিতে বিদ্রোহীরা রাজধানীসহ সারা দেশে নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার চেষ্টা করছে। সেই সঙ্গে গাদ্দাফীকে আটক করার চেষ্টা চলছে। তিনি দেশেই আছেন না পার্শ্ববর্তী দেশ নাইজারে পালিয়েছেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ পরিবারের কিছু সদস্য আলজিরিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। বিদ্রোহীরা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছেন।

লিবিয়ার জাতীয় অন্ড়র্বর্তী পরিষদের (এনটিএস) চেয়ারম্যান মুস্ড়াফা আবদুল জলিল বলেছেন, ইসলামী শরিয়া হবে গণতান্ত্রিক লিবিয়ার আইনের মূল ভিত্তি। তিনি রাজধানী ত্রিপোলিতে হাজার হাজার উৎফুল□ জনতার এক সমাবেশে এ কথা ঘোষণা করেছেন। এ সময় লিবিয়াকে একটি গণতান্ত্রিকদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। মুস্ড়াফা আবদুল জলিল বলেছেন, যারা দেশের ক্ষতি করেছে তাদের বিচার হবে আদালতে। এ জন্য বিশেষ আদালত গঠনের ইঙ্গিত দেন তিনি এবং দোষীদের ভাগ্য সেখানেই নির্ধারিত হবে বলে উলে□খ

করেন। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি দেশ গড়তে চাই যেখানে আইনের শাসন ও উন্নয়ন হবে মূল চাওয়া এবং ইসলামী শরিয়া হবে আইনের মূল উৎস।

লিবিয়ার বনি ওয়ালিদ ও সার্তে শহরের কাছে বিপ্লবী যোদ্ধা এবং গাদ্দাফির অনুগত বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। শহর দু'টি গাদ্দাফিপন্থীদের শক্ত ও শেষ ঘাঁটি। দু'টি শহরেই তারা বিপ্লবী বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। বনি ওয়ালিদ ও সার্তে শহরের কাছে ব্যাপকভাবে রকেট হামলা চলছে। বিপ্লবী যোদ্ধারা সম্পূর্ণভাবে এ দু'টি শহর ঘেরাও করে রেখেছে এবং লিবিয়ার অন্তর্বর্তী জাতীয় পরিষদ বা এনটিসি বলেছে, কোনোমতেই আত্মসমর্পণের সময় আর বাড়ানো হবে না। তবে গাদ্দাফিপন্থীদের পাল্টা হামলা দেখে মনে হচ্ছে তারা আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত নয়। এদিকে গাদ্দাফি নতুন এক অডিও বার্তায় বলেছেন, লিবিয়াকে কোনো অবস্থাতেই উপনিবেশবাদীদের হাতে তুলে দেয়া যাবে না। এ বার্তায়ও যথারীতি তিনি বিপ্লবীদের বিশ্বাসঘাতক বলে উল্লেখ করেছেন। সিরিয়াভিত্তিক আল-রাই টেলিভিশনে তার এ বার্তা প্রচারিত হয়েছে। লিবিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নতুন নেতৃত্ব কতখানি সফল হন সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পাথেয়

ইসলামে হালাল হারাম

আবদুর রহিম

আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক করা

এটি সব হারামের মধ্যে বড় হারাম। "মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ক্ষমা করবেন না যা তাঁর সাথে শরিক করা হবে। এছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন।"
সূরা নিসা: ৪৮

এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ কেবল মাত্র শিরক করবেনা এবং অন্যান্য গোনাহ করে যেতে থাকবে প্রাণ খুলে। বরং এ থেকে একথা বুঝানো হয়েছে যে, শিরকের গোনাহকে তারা মামুলী গোনাহ মনে করে এসেছে। অথচ এটিই সবচেয়ে বড় গোনাহ। এমনকি অন্য সমস্ত গোনাহ মাফ হতে পারে কিন্তু এ গোনাহটি মাফ করা হবেনা। ইহুদী আলেমরা শরীয়তের ছোট ছোট বিধি নিষেধ পালনের উপর বড় বেশি গুরুত্ব দিতেন। বরং তাদের সমস্ত সময় এসব ছোটখাট বিধানের পর্যালোচনা ও যাচাই বাছাইতে অতিবাহিত হতো। তাদের ফকিহগণ এই খুঁটিনাটি বিধানগুলো বের করেছিলেন ইজতিহাদের মাধ্যমে। কিন্তু তাদের চোখে শিরক ছিল একটি হালকা ও ছোট গোনাহ। তাই এ গোনাহটির হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা কোন প্রকার চিন্তা ও প্রচেষ্টা চালাননি। নিজেদের জাতিকে মুশরিকী কার্যকলাপ থেকে বাঁচাবার জন্য কোন উদ্যোগও তারা নেননি। মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতা ও তাদের কাছে ক্ষতিকর মনে হয়নি।

শিরক বড় হারাম

হযরত আবু বাক্‌রার হাদীস এর বড় প্রমাণ- "রাসূল (সঃ) বলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি তা বলে দেবনা? (তিন বার) তারা বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেনঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা। (বুখারী, মুসলিম)

শিরক ব্যতিত প্রত্যেক গোনাহই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু শিরকের জন্য বিশেষ ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। শিরক এর মাঝে কিছু আবার রয়েছে বড় শিরক যা দ্বীন ইসলাম থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বের করে দেয় এবং সে ব্যক্তি শিরকের অবস্থায় মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। এ ধরনের বড় বড় শিরক আজ মুসলিম দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।
কিছু মারাত্মক শিরকের কথা উল্লেখ করা হল-

কবর পূজা

ওলীরা প্রয়োজন পূরণ করে দেন, বিপদ দূর করেন, সাহায্য, সহায়তা করেন এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন- "আপনার প্রভূ একমাত্র তারই ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন।" (বনি ইসরাঈল-২৩)

তেমনিভাবে আরোগ্য লাভ, কষ্ট লাঘব ও বিপদাপদ দূর করার জন্য মৃত নবী, নেনকার বা অন্য কারো নিকট দুয়া প্রার্থনা করা। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- বলতো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন।

সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য আছে কি? অনেকেইতো উঠতে, বসতে, শুয়ে ও ঘুমাতে তার শায়খ ও ওলীর নাম বলা অভ্যাসে পরিণত করেছে। যখনই কোন বিপদ বা মসিবতে পড়ে তখন কেউ বলে, ইয়া মুহাম্মদ, কেউ বলে ইয়া আলী, কেউ বলে ইয়া হাসান, ইয়া বাদরী, ইয়া খাজা ইত্যাদি। অথচ মহান আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয় তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক, তারাতো তোমাদেরই মতো বান্দা। (সূরা আ'রাফ ১৯৪)

রাসূলের (সাঃ) যুগে নারী স্বাধীনতা

মূলঃ আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

অনুবাদঃ মওলানা আবদুল মুনয়েম

অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী ; মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন

নারীর পারিবারিক মর্যাদা

নারী পুরুষের জন্য শান্তির আবাস : “আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটি একটি যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জীবন সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের সাহচর্যে পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করতে পার, সেজন্যই তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মমতা দান করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে।” (আর-রূম : ২১)

পারিবারিক শৃঙ্খলা ও শাসনের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা দায়িত্বশীল কর্তা

“পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ একজনকে অপরজনের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন এবং পুরুষ তার ধনসম্পদ ব্যয় করে। কাজেই নেক্কার স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের অনুগত এবং তাদের অগোচরে আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ভীতিতে তাদের অধিকার রক্ষা করে।

আর স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও। কিন্তু সদুপদেশ ও নসীহত কাজে না আসলে শয্যা বিচ্ছেদের মানসিক সাজা প্রয়োগ কর। তাও যদি ফলপ্রসূ না হয়, তবে তাদেরকে প্রহার কর। এতে যদি অনুগত হয়, তাহলে অতীতের ভুল-ভ্রান্তি বা দোষ-ত্রুটির ছিদ্র অন্বেষণ করে তাদেরকে অযথা নির্যাতন কর না। অবশ্যই আল্লাহ মহান ও সর্বশক্তিমান।” (আন নিসা : ৩৪)

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে ভারসাম্য

“নারীদের জন্যও ঠিক তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের অধিকার। কিন্তু উভয়ের মধ্যে নারীদের উডপর পুরুষদের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। স্বামী-স্ত্রী সবার উপরই আল্লাহ হচ্ছেন মহা পরাক্রমশালী বিজ্ঞ ও সুবিবেচক।” (আল বাকারা-২২৮)

রূপচর্চা নারীর স্বভাবজাত এবং বিবাদের ক্ষেত্রে দুর্বল ভূমিকা

“আল্লাহর প্রতি তারা কি আরোপ করে এমন সন্তান যারা অলংকারমন্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে বক্তব্য স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে পারে না?” (আয যুখরুফ :১৮)

পারিবারিক বিশৃঙ্খলা রোধে স্ত্রীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ–

“তোমরা যদি এতিম মেয়েদের ক্ষেত্রে সুবিচার করতে না পারার ব্যাপারে ভয় কর, তাহলে অন্যান্য মেয়েদের মধ্য থেকে তোমাদের পছন্দমত দুই, তিন বা চারজন পর্যন্ত বিবাহ করতে পার, কিন্তু একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করার ব্যাপারে যদি আশংকাবোধ কর, তবে এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাক। আর

যদি একজন স্ত্রীকেও তার ঐতিহ্যানুযায়ী ভরণ-পোষণ দানে অসমর্থ হও, সেক্ষেত্রে তোমাদের অধিকারভুক্ত কোনো দাসীকে বরণ করে নাও। নারীদের প্রতি অবিচারের পথ রুদ্ধ করার এটাই উত্তম পন্থা।” (আন নিসা : ৩)

“তোমরা যতই চেষ্টা কর না কেন একাধিক স্ত্রীর মধ্যে কখনই সমান ব্যবহার করতে সমর্থ হবে না। তবে একজনের প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড় না যাতে অপরজন ঝুলন্ত অবস্থায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। তোমরা যদি নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধন করে খোদাভীতির জীবন যাপন করতে চেষ্টা কর, তাহলে আল্লাহ এ ব্যাপারে বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” (আন নিসা :১২৯)

তালাক প্রদানের নীতিমালা

“পুন: গ্রহণের অবকাশ রেখে স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে রেজাই তালাক দুই দুই বারে প্রয়োগ করতে হবে। রেজাই তালাক প্রয়োগ করলে নিয়ম মত হয় স্ত্রীকে নিয়ে ঘর সংসার করতে হবে নচেৎ তাকে সম্মানের সাথে বিদায় করতে হবে। স্বামীর ইচ্ছায় স্ত্রীকে বিদায় করলে স্ত্রীকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা থেকে কিছু রেখে দেয়া তোমাদের জন্য মোটেও জায়েয হবে না। অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আশংকা করে যে, তারা উভয়েই আল্লাহর দেয়া নীতিমালা অনুসরণ করে চলতে পারবে না, তাহলে সে ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। কোন দম্পতি যদি উভয়েই আল্লাহর দেয়া নীতিমালা অনুসরণের ব্যাপারে আশংকা বোধ করে এবং তোমরাও তাদের আশংকার সাথে একমত হও, আর যদি স্ত্রী নিজের ইচ্ছায় বিচ্ছেদে আগ্রহী হয়, তাহলে তাকে যা কিছু মোহরানা হিসেবে দেয়া হয়েছে তা ফেরত দিয়ে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়ায় কোনো ক্ষতি নেই। এসব আল্লাহর নিয়ম-নীতি, তোমরা কখনই এগুলো ভঙ্গ করো না। জালেমরা ছাড়া আর কেউই আল্লাহর এ বিধান ভঙ্গ করতে পারে না।” (আল বাকারা : ২২৯)

“হে নবী! তোমার উম্মতকে বলে দাও, তোমরা একান্তই যদি তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও, তবে তাদের ইদ্দতের প্রতি দৃষ্টি রেখে তালাক দিয়ো এবং বিশেষভাবে ইদ্দতের হিসাব রেখ। তালাকের অপব্যবহার থেকে তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। তালাক দেবার পর ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ঘর থেকে বের কর না এবং তারাও ঘর ত্যাগ করবে না, যদিনা তারা প্রকাশ্য চরিত্রহীনতামূলক কাজে লিপ্ত হয়। এটিই আল্লাহর বিধান ও নীতিমালা। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান বা নীতিমালা লংঘন করবে, সে নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করবে। তুমি জান না হয়তো আল্লাহ এরপর পুনরায় কোন উপায় করে দেবেন।

যখন তারা ইদ্দতের শেষভাগে পৌঁছে, তখন হয় তোমরা তাদেরকে বিধি মোতাবেক রেখে দেবে অথবা বিধি মোতাবেক দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর উপস্থিতিতে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে সঠিকভাবে সাক্ষ্য দেবে। যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তাকে সংকটমুক্ত করবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত পন্থায় রিযিক দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ উপর তাওয়াককুল করবে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা করার তা করবেনই। আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্যই একট নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন।” (আত তালাক : ১-৩)

বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তাদের অধিকার

ক. তালাক প্রদানের পর স্ত্রীর পুনরায় ফিরে আসার অধিকার

"তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারাও তাদের ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন নিয়ম-নীতি মোতাবেক যদি তারা আবার তাদের স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, তাহলে তোমরা এতে বাধা দিয়ো না। এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, এটিই তোমাদের পরিশুদ্ধির জন্য সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহই এ পন্থার অন্তর্নিহিত রহস্য ভাল জানেন। তোমরা তো তা জানতে অক্ষম।" (আল বাকারা : ২৩২)

খ. তালাকপ্রাপ্তার শিশুকে দুধপানের অধিকার দান

"যে দুধপানের সময়কাল পূর্ণ করতে চায়, তার জন্য জননীরা পূর্ণ দু'বছর তাদের সন্তানকে দুধপান করাবে এ শর্তে যে, সন্তানের পিতাকে অবশ্যই উত্তম পন্থায় দুধপানকারী মাতার ভরণ-পোষণ করতে হবে। তবে সামর্থের বাইরে চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। না মাকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া যাবে আর না পিতাকে তার সন্তানের জন্য। আর এ ব্যাপারে সন্তানের অভিভাবকদেরও রয়েছে সমপরিমাণ দায়িত্ব।" (আল বাকারা : ২৩৩)

গ. দুধপান শেষ করা ও শিশুকে খাদ্য দানের ব্যাপারে তালাক প্রাপ্তার সাথে পরামর্শভিত্তিক সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

"তবে যদি তারা কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে দুধপান বন্ধ করাতে চায়, তবে শিশুর পিতামাতা কারোরই কোনো গুণাহ হবে না। তালাকপ্রাপ্তার নির্দিষ্ট প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়ার পর যদি তোমরা কোন ধাত্রী দ্বারা তোমদের সন্তানদের দুধপান করাতে চাও, তাতেও কোন আপত্তি নেই। উভয় পক্ষের অধিকার ও সম্পর্কের অবনতি ঘটানো থেকে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা জেনে রাখ, তোমরা যা কিছুই কর না কেন আল্লাহ তার প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখছেন।" (আল বাকারা : ২৩৩)

ঘ. ইদ্দত শেষে প্রস্তাবাদি আসার উদ্দেশ্যে প্রদর্শনীমূলক সাজসজ্জা করার অনুমতি প্রদান

"স্ত্রীদের বিবাহ উপযোগী রেখে তোমাদের কেউ মৃত্যু বরণ করলে তারা চার মাস দশ দিন পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে অর্থাৎ এ সময় অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। ইদ্দতকাল শেষে তারা যদি যথাবিধি নিজেদের জন্য কিছু করে, তবে তা তোমাদের জন্য এতটুকুন কোন দোষের ব্যাপার নয়। তারা কতটুকুন করলো আর তোমরা তাদের প্রতি কতটুকুন কড়াকড়ি করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত।" (আল বাকারা : ২৩৪)

এ অংশটুকুর ব্যাখ্যায় তাফসীরের জালালাইন শরীফে বলা হয়েছে : এর অর্থ হচ্ছে, প্রস্তাবাদি আসার লক্ষ্যে প্রদর্শনীমূলক সাজসজ্জা ও নিজের মনোভাব প্রকাশ করা।

অপবাদ থেকে নিষ্কৃতির মানসে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই সমপরিমাণ ও একই সংখ্যক শপথ বাক্য নির্ধারণ।

"যারা নিজ স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ তারা নিজেরা ছাড়া সে ব্যাপারে আর কেউ প্রত্যক্ষদর্শী নেই, সে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ও অভিযোগকারী প্রত্যেককেই চারবার করে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হবে যে, এ ব্যাপারে সেই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বারে বলতে হবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ ধর্ষিত হোক। এ অবস্থায় অভিযুক্ত স্ত্রী শাস্তি থেকে তখনই অব্যাহতি পাবে যখন সেও চার চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, অভিযুক্তকারীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চম বারের মত বলবে যে, এ ব্যাপারে যদি তার স্বামীই সত্যবাদী হয়, তাহলে তার নিজের উপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হোক।"

(আন নূর : ৬-৯ আয়াত) (চলবে)

বিশ্ব শিশু দিবস ও ইসলামে শিশুর অধিকার

শরীফ আবদুল গোফরান

প্রতি বছরের মতো আবার এলো বিশ্ব শিশু দিবস। যারা শিশু তাদের জন্য একটি সুন্দর বাসভুমি গড়ার স্বপ্ন নিয়ে, অনেক আশ্বাস, অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে এই দিন। কিন্তু কেন এই বিশ্ব শিশু দিবস? প্রতিবছর অক্টোবর মাস এলে ঘটা করে কেন পালন করা হয় এই দিন?

বিশ্ব শিশু দিবসের পেছনে আছে এক করুণ ইতিহাস। শিশুরা নিষ্পাপ। অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা, অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে তারা আসে পৃথিবীতে। তাদের সামনে এক সুন্দর ভবিষ্যত। বিশাল পৃথিবী। স্বর্ণোজ্জ্বল কর্মক্ষেত্র। আত্মবিকাশের প্রশস্ত অঙ্গন। এখানে শিশুরা বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো নাচবে, হাসবে, খেলবে, গাইবে। কোন অশুভ থাবায় সে রঙিন স্বপ্ন ধ্বংস হতে পারে না। আর যদি স্বপ্ন ধ্বংস হয়! তা হলে শিশুদের প্রাণের জোয়ার থেমে যায়। হারিয়ে যায় গানের ছন্দ, সুর। এতে পৃথিবীর ভবিষ্যতও অন্ধকার হয়ে যায়।

কারণ আজ যারা শিশু তারাইতো আগামী পৃথিবীর কর্ণধার। তারা ধ্বংস হয়ে গেলে রুদ্ধ হলে তাদের সহজ বিকাশের পথ, পৃথিবী উন্নত হবে যাদের নিয়ে। দুর্বল, পঙ্গু আর প্রাণহীন শিশুরাতো আর আগামী দিনে জাতির নেতৃত্ব দিতে পারে না। কিন্তু হয়েছিলো তাই।

১৯১৪ সাল। মানব জাতির ভাগ্যে নেমে এলো এক ভয়ানক দুর্যোগ। ধ্বংসের এক নিষ্ঠুর খেলা। সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা। যুদ্ধ মানেইতো ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। যুদ্ধ মানে হলো অসংখ্য মানুষের মৃত্যু। এই যুদ্ধে কতো মানুষ নিঃস্ব হয়। হারায় ঘর-বাড়ি। হারায় আপনজন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও তাই হয়েছিল। এই যুদ্ধে বড়রা যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তেমনি শিশুদের ওপরও নেমে আসে ভয়ানক দুর্যোগ। তাদেরও দুঃখ দুর্দশার সীমা ছিল না। শিশুদের কষ্ট দেখে তখন বিবেকবান মানুষ ব্যথিত হন। শিহরিত হন। ফলে তাদেরকে কতই ভয়াবহ যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়। এরই প্রতিশ্রুতিতে ১৯২৪ সালে ঘোষিত হয় "শিশু অধিকার সম্পর্কে জেনেভা সনদ"।

এরপর ১৯৩৯ সালে মানব জাতির উপর নেমে আসে আরেক ধ্বংসলীলা। এই সর্বনাশা যুদ্ধের নাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধেও লাখ লাখ মানুষ দুর্যোগের শিকার হয়। এ যুদ্ধে শিশুরাও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। লাখ লাখ শিশু হয় ইয়াতিম, অসহায়। শিশুদের এই দুর্দশা বিশ্বের সভ্য ও সচেতন মানুষের মনকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়।

১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে জাতিসংঘ। দ্বন্দ্ব, হানাহানি আর যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠাই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে বিশ্বের মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ।

এরপর শিশুদের জন্যও ভাবনা শুরু হলো। সারা পৃথিবী শিশুদের রক্ষার জন্য সজাগ হয়ে উঠলো, ফলে ১৯৫৩ সালের ৫ অক্টোবর সর্বপ্রথম পালিত হয় বিশ্ব শিশু দিবস। এই দিবস পালনের মাধ্যমে জানান দেয়া হয় শিশুদের আর ধ্বংস করা যাবে না। এই শিশুরাইতো হবে আগামী পৃথিবীর চালিকা শক্তি। অবশেষে ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর হলো শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ। এতে স্থান পেলো ১০টি অধিকার।

এই ১০টি অধিকার হলো-

১. স্নেহ, ভালোবাসা ও সমবেদনা পাওয়ার অধিকার।
২. পুষ্টিকর খাদ্য ও চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার অধিকার।
৩. অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার অধিকার।
৪. খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদের পূর্ণসুযোগ পাওয়ার অধিকার।
৫. একটি নাম ও নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার।
৬. পঙ্গু শিশুদের বিশেষ যত্ন ও সেবা পাওয়ার অধিকার।
৭. দুর্যোগে শিশুরা সবার আগে ত্রাণ পাওয়ার অধিকার।
৮. সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাওয়ার অধিকার।
৯. শান্তি ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ পাওয়ার অধিকার।
১০. এ সকল অধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও বিশ্বের সকল শিশুর ভোগের অধিকার থাকবে।

শিশুদের অধিকার বিষয়ে জাতিসংঘের এই সনদ শিশুদের জন্য নব দিগন্তের দ্বার খুলে দিলো। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশু অধিকার সনদে সর্বপ্রথম যে কয়েকটি দেশ স্বাক্ষর করে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ফলে প্রতি বছরের মতো এবারও পালিত হবে বিশ্ব শিশু দিবস। স্বপ্ন দেখে নতুন বিশ্বগড়ার। উন্নত দেশগুলোতে শ্লোগানের পাশাপাশি রয়েছে শিশুদের জন্য নানা রকম সুযোগ সুবিধা। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে শিশু অধিকার সনদের ১০টি অধিকারের মধ্যে একটি অধিকারও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের দেশে শিশুদের জন্য নামমাত্র কিছু সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হলেও তা শুধু শহরেই সীমাবদ্ধ। গ্রাম অঞ্চলে এর কোন বালাই নেই। তবে কিছুস্থানে শিশুদের জন্য খেলাধুলা কিংবা সুন্দর, সচেতনভাবে গড়ে ওঠার ব্যবস্থা থাকলেও তা সাধারণ বা নিম্নবিত্ত গরীব শিশুদের নাগালের বাইরে। সে সুবিধার ফল তাদের ভাগ্যে জোটে না। শুধু তাই নয়। নিম্নবিত্ত শিশুদের নেই কোন বাসস্থান। নেই দু বেলা আহারের ব্যবস্থা কিংবা সুচিকিৎসা আর পড়ালেখার অধিকার। ঢাকা শহরের ফুটপাত, কমলাপুর রেলস্টেশন বা সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে গেলে আমরা দেখতে পাবো অসংখ্য ছিন্নমূল শিশুকে। এদের কারো বাবা আছে তো মা নেই। আবার কারো মা, বাবা কেউই নেই। এরা কেউ কেউ কুলির কাজ করে কেউবা ভিক্ষা করে।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে শিশুর সংখ্যা বেশি। এতে দেখা যায় শতকরা ৮ ভাগ ধনী-বিত্তবান পরিবারে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছে। ২০ ভাগ শিশু মধ্যবিত্ত পরিবারের, যারা মোটামুটিভাবে আহার, বাসস্থান কিংবা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। আর বাকি ৭২ ভাগ শিশু চরম দারিদ্র্যসীমায় রয়েছে। শিক্ষার আলো, আহার,

বাসস্থান ও সুচিকিৎসা থেকে অনেক দূরে তাদের অবস্থান। এদের অনেকেই জীবন রক্ষার তাগিদে লড়াই করে চলেছে কঠিন বাস্ড়বতার সঙ্গে।

আমাদের দেশে যেসব শিশু জীবনের তাগিদে কাজ করে এসব শিশু শ্রমিকের সংখ্যা গ্রামের তুলনায় শহরেই বেশি। কেউ ইট-পাথর ভাঙ্গা, হোটেল-রেস্ড়্নরায়, গ্যারেজ, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রমে নিয়োজিত। এছাড়াও দৈনন্দিন জীবিকার তাগিদে শিশুরা কেউ হয়তো ফুল, পানি, পান-সিগারেট ইত্যাদি বিক্রির কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আবার রাজধানী কিংবা জেলা শহরে গৃহভৃত্যের কাজ করে এদের সংখ্যাও কম নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বয়স ও ক্ষেত্রবিশেষে কাজ চিহ্নিত করা হয়। কিন্ড়ু বাংলাদেশে এর কোন ভারসাম্য নেই। ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও জীবিকা আহরণের তাড়নায় যে কোন বয়সের শিশুরাই যে কাজ পাচ্ছে, তাই করছে। এই শ্রমজীবী শিশুদের অধিকাংশই বাস করে বস্ড়িতে। নয়তো বা ফুটপাতে। এখন প্রশ্ন হলো এসব শ্রমজীবী শিশু কি তাদের ন্যায্য মজুরি পাচ্ছে? হিসাব করলে বের হয় এক ভিন্ন চিত্র। এসব শ্রমজীবী শিশুদের কোন নিরাপত্তা নেই। কিংবা কত ঘণ্টা কাজ করবে তারও কোন নির্দিষ্ট হিসাব নেই। একই পরিমাণ সময় শ্রম দিচ্ছে তারা, বিনিময়ে শ্রমের মূল্য পাচ্ছে খুবই নগন্য। আবার দেখা যায় প্রায়ই অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত কিংবা আহত হচ্ছে অনেক শিশুশ্রমিক। একই অবস্থায় বাস করছে গৃহভৃত্যের কাজে নিয়মিত শিশুরা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সামান্য ভুলের জন্য খেসারত হিসাবে ভাগ্যে জোটে আগুনের গরম ছেকা বা নির্মম নির্যাতন। যে নির্যাতনে প্রায় শিশুর মৃত্যু বা পঙ্গু হওয়ার খবর ছাপা হয় পত্রিকায়। এরা একদিকে শ্রম দিচ্ছে, অন্যদিকে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে।

'সবার আগে শিশুরা ত্রাণ পাবে'। শিশু অধিকার বাস্ড়বায়ন কর্ন, শিশু নির্যাতন বন্ধ কর্ন, শিশুকে ফিরিয়ে দাও তার অধিকার ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর কথা আমরা বলে থাকি। সেমিনার-সিম্পোজিয়ামও কম হয় না, তবুও শিশুরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। ১৫ বছর বয়সের আগে যেখানে শিশুদের কাজ বা চাকরী আইনগতভাবে নিষিদ্ধ, সেখানে অধিকার তো পরের কথা। কিন্ড়ু যে শিশু জন্ম নেয় মায়ের দুধ শূন্য বুকে, অপুষ্টি আর অনাদরে, অভাব যার প্রতিদিনকার সাথী, সে কি এই দীর্ঘ ১৫ বছর অপেক্ষা করতে পারে? তাইতো বাস্ড়বে দেখা যায় লাখ লাখ শিশু কাজ করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। কোনমতে দু'বেলা আধপেট খাওয়ার নিশ্চিত আশ্বাসের মাঝেই খুঁজে পাচ্ছে তার পরম পাওয়া। তা হলে শিশুরা কোন পথে যাবে? শিশু তো শিশুই। সে তো নিজে পারে না তার মৌলিক অধিকার বাস্ড়বায়ন করতে।

এভাবে কতো শিশু বঞ্চিত হচ্ছে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে। অথচ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহপাক দেড় হাজার বছর আগেই শিশুদের অধিকার কি হবে তা বলে দিয়েছে। নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে তাদের মৌলিক অধিকারগুলো পূরণ করার। ইসলাম শিশুর জন্ম থেকে নয়, জন্মের পূর্ব থেকেই তার অধিকার নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। এরপর শিশুদের লালন ও পরিচর্যা করার হুকুমও দিয়েছে। বলেছে, শিশুদের ভালবাসা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় বিশেষ। আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, 'দুগ্ধপোষ্য শিশু, রুকুকারী (ইবাদতে মশগুল) বৃদ্ধ এবং বিচরনশীল পশু না থাকলে তোমাদের উপর মুষলধারে আযাবের ফেরেশতা নেমে আসতো।'

শিশুদের লালন-পালন ও উপযুক্ত করে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করোনা।' (আল আনআম- ১৪১) এই কথায় শিশুর নিরাপত্তার কথাও নিশ্চিত হয়ে যায়। শিশু হচ্ছে মাতা-পিতার নিকট রক্ষিত অবস্থায় একটি পবিত্র আমানত। আর এ আমানত সম্পর্কে আখেরাতে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। যদি মাতাপিতা অজ্ঞতা বা অক্ষমতার কারণে শিশুদের দেখাশুনায় মনোযোগী না হয়, তবে অবশ্যই তাদের জবাবদিহি করতে হবে। শিশু তার শৈশবে প্রকৃত বিপদ কোনটি তা উপলব্ধি করতে পারে না। এ জন্যেই পিতামাতার দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সন্তানদেরকে রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর প্রয়াস নেয়া। শিশুদের চিকিৎসার ব্যাপারে এবং শিশুদের জন্য মারাত্মক রোগের হাত থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে অন্যমনস্কতা প্রদর্শন থেকে ইসলাম সতর্ক করে দেয়।
একটি শিশু তার দেশ ও সমাজের জন্য একজন যোগ্য ও কল্যাণময় সদস্যরূপে যেন আত্মপ্রকাশ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ইসলাম একটি শিশুর লালন-পালনের রীতিনীতিও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আমাদের মহানবী (সঃ) বলেছেন, ‘তোমরা শিশুদেরকে ভালোবাস এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। তাদের সাথে কোনো ওয়াদা থাকলে তা পূর্ণ কর। কেননা তারা তোমাদেরকেই তাদের রিযিক সরবরাহকারী বলে জানে।'

শৈশবেই শিশুকে আদর ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য করে দিয়েছে ইসলাম। যাতে শিশু প্রশংসনীয় কর্ম ও সুন্দর চরিত্রে সজ্জিত হয়ে বড় হতে পারে। ইসলাম শিশুকে শিক্ষা-দীক্ষায় যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার উপরও নির্দেশ দেয়। মহানবী (স) বলেন, ‘তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দাও। কেননা তারা এমন এক যুগে বসবাস করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে যা তোমাদের যুগ নয়।'

কী আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী কথা। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেই রাসূল (সঃ) বলে গেছেন এ কথা। অথচ না বুঝে না জেনে এক শ্রেণীর লোক ইসলামকে ‘ব্যাক-ডেটেড' মনে করে।
এই হচ্ছে ইসলামের মহান শিক্ষা, শিশুদের জন্য সবকিছুর নির্দেশ এতে রয়েছে। আমাদের শিশুদের উন্নতি, সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথে চলার দিক-নির্দেশনা এতে বিদ্যমান। শিশুরাই আমাদের কাছে হোক আমাদের জীবনের সবচাইতে প্রিয়বস্তু, শুধুমাত্র এভাবেই অভিপ্রেত, পূর্ণতা এবং কল্যাণ অর্জন সম্ভব। সুসন্তান হচ্ছে তার পিতার জীবনের বর্ধিত রূপ এবং সমাজের একটি ফসল, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এ জন্য আমাদের মন-মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে শিশু উপযোগী করে। শিশুর মত করে। শিশুর মত করে গড়ার নির্দেশ যেহেতু ইসলামই সর্বপ্রথম দিয়েছে, তাই ইসলামের পারিবারিক, সামাজিক, তথা সব ধরনের নির্দেশের প্রতি হতে হবে একান্ত অনুগত। তা হলেই সার্থক হবে বিশ্ব শিশু দিবস পালন।

মুসলিম বিশ্বের খবর

সিরিয়ায় সংস্কারে ঐকমত্য হয়েছেঃ আরব লিগ মহাসচিব

আরব লিগ মহাসচিব নাবিল আল আরাবি বলেছেন, তিনি সিরিয়ার সংস্কার সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সাথে আলোচনায় ঐকমত্যে উপনীত হয়েছেন। সম্প্রতি দামেস্কে প্রেসিডেন্ট বাশার ও অন্যান্য সিনিয়র নেতার সাথে বৈঠক করেন নাবিল। বৈঠকের পর তিনি বলেন, সংস্কার চালানোর ধাপগুলোর ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি। বিষয়গুলো আজ সোমবার অনুষ্ঠেয় আরব লিগের বৈঠকে পেশ করা হবে বলে জানান তিনি। মিসরে এসে নাবিল সাংবাদিকদের বলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট বাশারকে একটি সময়সূচি অনুযায়ী সংস্কার পরিকল্পনা জোরদার করতে বলেছেন, যাতে সিরিয়ার প্রত্যেক নাগরিক মনে করে তিনি নতুন স্তরে পৌঁছেছেন। রাষ্ট্র পরিচালিত সিরিয়ার নিউজ অ্যাজেন্সি সানা বলেছে, নাবিল নিশ্চিত করেছেন যে, আরব লিগ সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সব ধরনের বিদেশী হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সিরিয়ায় সংস্কার প্রক্রিয়া জোরদার করতে দুই নেতা বেশ কয়েকটি বাস্তব পদক্ষেপে একমত হয়েছেন। নাবিলের সফর সম্পর্কে এ সপ্তাহের শুরুতে সংবাদমাধ্যমগুলোতে ফাঁস হওয়া তথ্য অনুযায়ী তিনি সিরিয়ার শহর বন্দর থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের এবং আগামী তিন বছরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ওপর জোর দিয়েছেন। আন্দোলনকারীরা বলেছেন, নাবিল আল আরাবির সিরিয়া সফর একটি বিলম্বিত পদক্ষেপ। বিক্ষোভকারীদের ওপর সিরিয়া বাহিনীর দমন অভিযানের সময় নীরবতা পালনের জন্যও তারা আরব লিগের সমালোচনা করেন। মহাসচিব নাবিলের বর্তমান পদক্ষেপকে অনেকে সিরিয়ার নেতাদের রক্ষার জন্য বলে মনে করেন। সিরিয়ায় রক্তপাত বন্ধের দাবি জানিয়েছে আরব লিগ। মিসরের কায়রোতে আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের পর দেয়া এক বিবৃতিতে জোরালো এই দাবি জানানো হয়। বিবৃতিতে সিরিয়ায় 'অবিলম্বে পরিবর্তন' আনার আহ্বান জানিয়ে বলা হয় দেশটিতে রক্তপাত বন্ধ ও জনগণের নিরাপত্তার জন্য সেখানে অবশ্যই পরিবর্তন আসা প্রয়োজন। কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ হামাদ বিন জসিম আল থানি বিবৃতিটি পড়ে শোনান। তার সভাপতিত্বেই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।

কয়েক বছরের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য হবে গণতান্ত্রিক: আমর মুসা

মিসরের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী আমর মুসা গত ৯ সেপ্টেম্বর বলেছেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও বাকস্বাধীনতা। আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ আয়োজিত এক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'আগামীকয়েক বছরের মধ্যে আপনারা যে মধ্যপ্রাচ্য দেখবেন তার ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সংস্কার, গুরুত্বপূর্ণ ও যথাযথ অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়ন।' ৭৫ বছর বয়সী পেশাদার এই কূটনীতিক বলেন, 'আপনারা এখন এমন এক মধ্যপ্রাচ্য দেখতে যাচ্ছেন যেখানে সংবিধান ও বাকস্বাধীনতাসহ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও জনগণকে সন্তুষ্ট করার পরিকল্পনা থাকবে। সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের আমলে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মুসা মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ২০০১ সাল থেকে গত জুন পর্যন্ত আরব লিগের মহাসচিব ছিলেন। গত জুন মাসে নিউইয়র্কভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল পিস ইনস্টিটিউট পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় মিসরের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে আমার মুসা এগিয়ে রয়েছেন। তার প্রতি ৩২ ভাগ লোকের সমর্থন রয়েছে। ক্ষমতাসীন সামরিক পরিষদ পার্লামেন্ট নির্বাচন দুইমাস পিছিয়ে দিয়েছে। সেপ্টেম্বরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আগামী বছর অনুষ্ঠিত হবে।

লিবিয়ার তেল উৎপাদন আবার শুরু হতে ৬ থেকে ১৮ মাস লাগবে

লিবিয়ায় আবার তেল উৎপাদন শুরু হতে ছয় থেকে ১৮ মাস লাগতে পারে। তবে গ্যাস রফতানি অতিদ্রুত সময়ে আবার শুরু হতে পারে। ইতালির জ্বালানি গ্রুপ ইএনআই পাওয়া স্কারনি প্রধান এ কথা বলেন। মিলানে ইতালির

প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বারলুসকোনি ও লিবিয়ার ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিলের দুই নম্বর ব্যক্তি মাহমুদ জিবরিলের বৈঠকের পরে ইএনআই প্রধান পাওলো স্কারনি বলেন, তেল শোধনাগার আবার চালু করতে সময় লাগবে'। ওই দুই নেতার বৈঠকে অংশ নেয়া পাওলো স্কারনি বলেন, 'এটি নির্ভর করে তেল কূপগুলোর ওপর। তবে এ ব্যাপারে আমার অভিমত হচ্ছে, আমরা ছয় থেকে ১৮ মাসে আবার তেল সরবরাহ আশা করছি। কারণ প্রথমেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।' তিনি বলেন, চলতি শীত মওসুমের চাহিদা মেটাতে আবার গ্যাস সরবরাহকে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। ছয় মাস আগে লিবিয়ায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার আগে পর্যন্ড় লিবিয়ার তেল রফতানির ৮৫ শতাংশই ইউরোপে যেত। স্কারনি বলেন, অভ্যুত্থান শুর" হওয়ার আগে লিবিয়ায় ইএনআই ছিল সবচেয়ে বড় বিদেশী তেল কোম্পানি। লিবীয় জনগণকে বিনামূল্যে বিরাট পরিমাণ গ্যাস ও তেল সরবরাহ করার জন্য কোম্পানি বেনগাজিতে বিদ্রোহী প্রশাসনের সাথে একটি চুক্তিতে সই করবে।

নাইন-ইলেভেন মুসলমানদের কাজ নয়ঃ মাহাথির

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বলেছেন, আরব মুসলমানরা যুক্তরাষ্ট্রে নাইন-ইলেভেনের হামলা চালাতে অক্ষম। নাইন-ইলেভেনের ১০ বছর পূর্তিতে মাহাথির গত ১১ সেপ্টেম্বর একথা বলেন। তিনি হামলার জন্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবি◻উ বুশকে দোষারোপ করেন। হামলার সময় মাহাথির মালয়েশিয়ায় ক্ষমতায় ছিলেন। ২২ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ২০০৩ সালে তিনি সরে দাঁড়ান। হামলার জন্য ওয়াশিংটন আলকায়েদাকে দায়ী করে। ৮৬ বছর বয়সী মাহাথির তার ব◻গে লেখেন, 'বুশ সাদ্দামের ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন। তারা যদি ইরাক, আফগান ও আমেরিকান সৈন্যদের হত্যার জন্য দায়ীদের ব্যাপারেও তারা মিথ্যা বলছেন।' ষড়যন্ত্র তত্ত্বের পক্ষে ভিবিন্ন কারণ উলে◻খ করে তিনি বলেন, ওই হামলার পেছনে যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে।

হামলা হলে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হবেঃ ইরানের হুঁশিয়ারি

ইরান গত ৮ সেপ্টেম্বর হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, তাদের মাটিতে বিদেশী হামলা হলে তারা পাল্টা হামলা চালিয়ে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে দ্বিধা করবে না। ফরাসি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজির এক বক্তব্যের ব্যাপারে জাতিসংঘের কাছে উত্থাপিত এক আনুষ্ঠানিক অভিযোগে ইরান এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে। সারকোজি গত সপ্তাহে বলেন, 'ইরানের সামরিক পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক আকাঙ্ক্ষা একটি ক্রমবর্ধমান হুমকি সৃষ্টি করেছে, যা ইরানের বিভিন্ন স্থাপনায় একটি প্রতিরোধমূলক হামলার সূচনা করতে পারে এবং এটা একটা বড় সঙ্কট সৃষ্টি করবে। আর ফ্রান্স যেকোনো মূল্যে এটা এড়াতে চায়।' জাতিসংঘ নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জাতিসংঘ নেতৃবৃন্দের কাছে লেখা এক চিঠিতে বলেন, যেকোনো হামলার জবাব দিতে তার দেশ আত্মরক্ষামূলক কাজ করতে কোনো দ্বিধা করবে না।' রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ খাজায়ি জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন ও নিরাপত্তা পরিষদকে বলেন, ইরান 'নিজেকে রক্ষা করতে যথাযথ প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী পাঁচ সদস্যের মধ্যে ফ্রান্সও রয়েছে। রাষ্ট্রদূত বলেন, 'সারকোজি উস্কানিমূলক বক্তব্য এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন।

বাহরাইনে উপনির্বাচনে নারী প্রার্থীর বিজয়

বাহরাইনে পার্লামেন্টের নিুকক্ষের একটি আসনে এক নারীপ্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। গত ১১ সেপ্টেম্বর সাওসান আল তাকাবি নামের ওই নারী নিুকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি দেশটির ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী হিসেবে নিুকক্ষের সদস্য হলেন। বাহরাইনে পার্লামেন্টের নিুকক্ষের একটি আসনে ২৪ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত ছিল। তবে সাওসানের চার প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে গেলে বিচারমন্ত্রী শেখ খালিদ বিন আলি আল খলিফা তাকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। বিচারমন্ত্রী খালিদ বলেন, উপনির্বাচনে আহমদ সালেম আল শের"কি, নাবিল আলি আল লাবাবিদি, ইউসুফ আবদুল রহিম ও আবদুল সালাম আল মান্নারি তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর সাওসান আল তাকাবি একমাত্র প্রার্থী থাকায় আমি তাকে বিজয়ী ঘোষণা করছি। **সংগ্রহেঃ আহমদ রাফিদ ফারহান**

বিজ্ঞানের খবর

সবচেয়ে কালো গ্রহের সন্ধান

জ্যোতির্বিদরা পৃথিবী থেকে প্রায় ৭৫০ আলোকবর্ষ দূরে সৌরজগতের বাইরে একটি নতুন গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন। নতুন এই গ্রহ থেকে এক শতাংশেরও কম আলো বের হয়ে আসতে পারে। এজন্য এটি অন্য সব গ্রহ থেকে বা উপগ্রহের চেয়ে বেশি কালো। আর এ কারণেই একে কালো গ্রহ বলা হচ্ছে। নাসার কেপালার নভোযান থেকে পাওয়া তথ্য যাচাই বাছাই করে গবেষকরা এ তথ্য দিয়েছেন। গ্রহটি জিএসপি ০৩৫৪৯০২৮১১ নামের নক্ষত্রের চারদিকে ঘুরছে। ২০০৬ সালের আগস্টে প্রথম এ গ্রহটির উপস্থিতির সন্ধান মেলে। নতুন এই গ্রহটির আনুষ্ঠানিক নাম হচ্ছে টিআইএএস-টুবি। গ্রহটি বৃহস্পতির প্রায় সমান আয়তনের। এটি বিশাল গ্যাস কুণ্ডলী দিয়ে তৈরি। ২০০9 সালে নাসার কেপলার মিশন থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এটিকে সবচেয়ে কালো গ্রহ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। গ্রহটি এত কালো কেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। হার্ভার্ড স্মিথসোনিয়ান সেন্টারের গবেষকদের ধারণা আলোর প্রতিফলনে সক্ষম মেঘের অনুপস্থিতিই গ্রহটিকে আঁধার করে রেখেছে।

পৃথিবীতে সোনা এসেছে মহাশূন্য থেকে

পৃথিবীর মূল্যবান বস্তু সোনা ও প্লাটিনামের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে এ সম্পর্কে সম্প্রতি জানতে পেরেছেন যুক্তরাজ্যের গবেষকরা। গবেষকদের মতে, পৃথিবীতে সোনা ও প্লাটিনাম এমনিতেই আসেনি বরং চারশ' কোটি বছর দীর্ঘ মেয়াদী উল্কাবৃষ্টির ফলেই পৃথিবীতে সোনা ও প্লাটিনাম এসেছে। সে সময় পৃথিবীতে যে পরিমাণ সোনা আর প্লাটিনাম ঝরে পড়েছিল তাতে পৃথিবী পৃষ্ঠে ৪ মিটার পুরু সোনা ও প্লাটিনামের স্তর তৈরি হওয়া সম্ভব। গবেষকদের মতে, পৃথিবীর সব সোনা এবং প্লাটিনাম মহাশূন্য থেকে এসেছে। বিশাল উল্কাবৃষ্টি হয়েছিল চারশ' কোটি বছর আগে।

বাদুড়ের মনে মানচিত্র

মিসরে ফল বাদুড় নামে পরিচিত এক ধরনের বাদুড় আছে। তারা একটি নির্দিষ্ট ফলের জন্য উড়ে চলে মাইলের পর মাইল। ১২/১৩ মাইল তো যায়ই কখনো কখনো ২৫ মাইল পাড়ি দেয়াও তাদের জন্য কোন ব্যাপার নয়। আরো একটি আশ্চর্যের বিষয় হলো তারা এতো দূরে গিয়েও সেই রাতেই আবার নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসে। বিজ্ঞানীদের মনে নানা প্রশ্ন, বাদুড়গুলো কিভাবে পারে এতদূর উড়ে গিয়ে খাবার খেয়ে আবার একই রাতে নিজেদের আস্তানায় ফিরে আসতে? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণার সময় তারা বাদুড়ের গায়ে একটি সূক্ষ্ম জিপিএস ডিভাইস লাগিয়ে দেন। গবেষনার ফলাফলে দেখা যায় বাদুড়দের নিজের আস্তানার চারপাশের একটা মানচিত্র রয়েছে তাদের মনের মধ্যে যেটা দৃশ্যমান কিছু জিনিস যেমন পাহাড় বা আলোর উপর ভিত্তি করে রচিত।

পিঠের দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার জন্য দায়ী জিন সনাক্ত

দীর্ঘস্থায়ী পিঠ ব্যথার জন্য দায়ী হচ্ছে এইচসিএন২। নামে মানব শরীরের একটি জিন। আর পিঠের ব্যথার জন্য দায়ী এ জিনকে সনাক্ত করেছেন যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। সায়েন্স সাময়িকীতে সম্প্রতি এ

সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় অর্থায়ন করে বায়ো টেকনোলজি এন্ড বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে রিসার্চ কাউন্সিল ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই জিন সনাক্ত হওয়ায় আরো কার্যকর ব্যথানাশক ওষুধ আবিষ্কারে গবেষকদের সাহায্য করবে।

লম্বা লোকদের ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি

লম্বা লোকদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি খাটো ব্যক্তিদের তুলনায় বেশি। ১০ লাখ বৃটিশ নারীর উপর দীর্ঘ জরিপ চালানোর পর এই তথ্যটি জানানো হয়। প্রায় ১০ লাখ বৃটিশ নারী যাদের উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি থেকে ৫ ফুট ১ ইঞ্চি এবং এরও কম তাদের উপর এই জরিপটি চালানো হয়। জরিপে দেখা গেছে এদের মধ্যে ক্যান্সারে আক্রান্ত অধিকাংশ নারীই ৫ ফুট ৭ ইঞ্চির চেয়ে লম্বা। জরিপের পর বিশেষজ্ঞরা জানান, লম্বা নারীদের ক্যান্সারের ঝুঁকি ৩৭ শতাংশ বেশি। এর পেছনের কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, লম্বা ব্যক্তিদের দেহে তুলনামূলকভাবে কোষ বেশি থাকে। খাটো ব্যক্তিদের তুলনায় এই দেহকোষগুলোর ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

সংগ্রহে : মোহাম্মদ এনায়েত উল্লাহ

তারুণ্য

উচ্চ শিক্ষা: ভর্তি প্রস্তুতি

কেমন হওয়া উচিত

একটা সময় ছিল যখন মাস্টার্স পাস করতে পারাটা ছিল গর্বের। পুরো একটি গ্রামে বা এলাকায় হয়তো একজন বা দু'জন পাওয়া যেত, যারা সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সময় বদলে গেছে- শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীর সংখ্যা আজ চোখে পড়ার মতো। এখন চাইলেই নিজের ইচ্ছেমতো বিষয় বা বিদ্যাপীঠ নির্বাচন করা যায় না। শিক্ষার্থীদের বিপরীতে আসন সংখ্যার স্বল্পতাই এর প্রধান কারণ। উচ্চ শিক্ষা করতে চাইলে তাই তুমুল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং নিজের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। প্রথমেই নির্ধারণ করতে হবে তুমি কি হতে চাও। যদিও চাইলেও পাওয়া যাবে তা নয়, তবুও এ পৃথিবীতে না চাইলে কিছুই মেলে না, তাই তোমার চাওয়ার মধ্যে দৃঢ়তা থাকতে হবে। তুমি তোমার বিষয় নির্বাচন করে এমন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ফরম তুলবে যেখানে তোমার অবস্থান নিশ্চিত করার প্রয়াস পাবে। অযথাই কোন প্রতিষ্ঠানে আবেগের বসে দৌড়ঝাঁপ করা অপ্রয়োজনীয়। এতে সময় ও অর্থ উভয়ই অপচয় হবে। বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য সকল শাখার ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার। সেজন্যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিরূপ প্রশ্ন হয় তা আগে জেনে নেবে। মূল বই ভালোভাবে পড়বে, প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর দেবে। বিজ্ঞান শাখার ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দিক থাকে যেমন মেডিকেল, বুয়েট, কোন প্রতিষ্টান কোন বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় তা বুঝে প্রস্তুতি নেবে। সবগুলো ভর্তি পরীক্ষাই আসন্ন তাই প্রতিদিনই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো চর্চার মধ্যে রাখবে। মনে রাখবে তোমার চেষ্টাই তোমাকে সফল করতে পারে। মেডিকেলের পরীক্ষা ২৮ সেপ্টেম্বর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও খুব দ্রুত সম্পন্ন হবে তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, একটি নতুন জীবনের, যাতে দেশকে, পরিবারকে কিছু দিতে পার।

□ **বেলী ফারহানা**

ক্যারিয়ার গাইড

হতে পারেন গ্রাফিক ডিজাইনার

বর্তমান সময়ে সম্ভাবনাময় একটি পেশা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনার। এ পেশায় দৃঢ় মনোবল নিয়ে কাজ শুরু করতে পারলে আপনিও পৌঁছতে পারেন উন্নতির চরম শিখরে। বর্তমান চাকরির যেসব ক্ষেত্র বেশ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে তার মধ্যে গ্রাফিক্স ডিজাইন অন্যতম। অল্প সময়ে কিছু কোর্স করে অথবা নিজের একাগ্রতা নিয়ে কাজ করে আপনিও ক্যারিয়ার শুরু করতে পারেন একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে। ইলেকট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়া ছাড়াও 'প্রচারেই প্রসার' এই মূলমন্ত্রকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে নানা বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং এসব বিজ্ঞাপনী সংস্থার প্রসারও ঘটছে খুব দ্রুত। সাথে সাথেই বাড়ছে গ্রাফিক ডিজাইনে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা। একজন গ্রাফিক ডিজাইনারের উপর অনেকটা নির্ভর করে কোন বিজ্ঞাপন কতটা সুন্দর ও বাস্তবমুখী হবে। সারা দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গ্রাফিক ডিজাইন শেখার সুযোগ রয়েছে।

□ **নকিব**

বলুন দেখি

সামানিয়া জান্নাতি

জিজ্ঞাসার সব বিভাগই সবার জন্য। তবে 'বলুন দেখি' বিভাগটি বিশেষ করে তরুণদের জন্য। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩ জনকে পুরস্কৃত করা হবে লটারীর মাধ্যমে। আগামী ২০ তারিখের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।

মহান আল্লাহ তায়ালা, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনাদি এক সত্তা, ঘুম তো দূরের কথা, সামান্য তন্দ্রাও তাঁকে আচ্ছন্ন করে না; আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব কিছুরই একচ্ছত্র মালিকানা তাঁর। কে এমন আছে যে তাঁর দরবারে বিনা অনুমতিতে কিছু সুপারিশ পেশ করবে? তাদের বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই (তার সৃষ্টির) কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমায় আয়ত্তাধীন হতে পারে না। তবে কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাউকে দান করেন (তবে তা ভিন্ন কথা) তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে, এ উভয়টির হেফাযত করার কাজ কখনো তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না, তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান। (২: ২৫৫)

১. আয়াতটি যে সূরা থেকে নেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে-
   ক. সূরা আল ইমরান, খ. সূরা আল বাকারা।
২. তন্দ্রা বা ঘুম আল্লাহকে স্পর্শ করে না-
   ক. ৬ মাস পর্যন্ত খ. চিরকাল
৩. আল্লাহ ছাড়া এবাদতের যোগ্য
   ক. বামা-মা এবং স্বামী, খ. কেউ নেই।
৪. আল্লাহ জীবিত থাকবেন-
   ক. অনন্তকাল, খ. যতদিন পৃথিবী থাকবে।
৫. আল্লাহর মালিকানায় রয়েছে-
   ক. শুধুমাত্র আসমান, খ. আসমান এবং জমীন দুটোই।
৬. আল্লাহর অনুমতির বাইরে সুপারিশ করতে পারবে-
   ক. শুধুমাত্র রসূল (সঃ), খ. কেউ ই পারবে না।
৭. আল্লাহ যদি ইচ্ছে করেন তবে কিছু কিছু মানুষ কোনো কোনো বিষয়ের উপর-
   ক. জ্ঞান অর্জন করতে পারেন,
   খ. জ্ঞান অর্জন করতে পারেন না।

সঠিক উত্তরটি লিখে আমাদের ঠিকানায় পাঠান

গত সংখ্যার সঠিক জবাব : ১. ক ২. ক ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. খ ৭. ক।

পুরস্কার পেলেন যারা : ১. ফাতেমা আক্তার পান্না, মুন্সিগঞ্জ
২. শেখ নাদিম হোসেন, মালিবাগ, ঢাকা
৩. রাসেল, ফরিদপুর

উত্তর পাঠাবার ঠিকানা : মাসিক জিজ্ঞাসা, বাড়ী নং-৬, রোড নং-৩৩, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

মাসআলা-মাসায়েল

মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

সালাতের মাকরূহসমূহ :

গত সংখ্যায় আমরা সালাতের বেশ কিছু মাকরূহ আলোচনা করেছি। ইনশা আল্লাহ আজ আমরা আরও কিছু কারণ উল্লেখ করবো যার দ্বারা সালাত মাকরূহ হয়ে যায়।

১১. খাবার সামনে রেখে সালাত আদায় : নামাযী ব্যক্তির সামনে খাবার হাজির থাকলে এবং পেটে ক্ষুধা ও খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে তা না খেয়ে সালাত আদায় মাকরূহ। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে মনোযোগ নামাযের পরিবর্তে খাবারের দিকে বেশি থাকে যা মোটেই ঠিক নয়। তাই প্রথমে খাবার খেয়ে পরে সালাত আদায় করতে হবে। আয়িশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যখন তোমাদের কারো রাতের খাবার প্রস্তুত থাকে এবং সে সময়ে সালাত শুরু হয়ে যায় তবে তোমরা প্রথমে খাবার খাও। আর খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন তাড়াহুড়া না করে [সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর : ৬৭১]। অনুরূপ ইবন উমার রা. বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি খাবার খেতে থাকে তখন সালাত শুরু হয়ে গেলেও সে যেন খবার শেষ হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়া না করে [সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর : ৬৭৪]। খাবার সামনে রেখে সালাত মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে আলিমগণ তিনটি শর্ত আরোপ করেছেন,

ক) খাবারটি হাজির হওয়া। যদি এমন হয় যে, খাবার প্রস্তুত হচ্ছে এখনও সামনে আসেনি তাহলে সালাত আদায়ে কোনো সমস্যা নেই।
খ) মুসল্লী নিজে তা খাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে। যদি এমন হয় যে, ক্ষুধার্থ হওয়া সত্তেও মুসল্লী এখন তা খেতে চাচ্ছেন না তবে তাতে সালাত মাকরূহ হবে না।
গ) মুসল্লী তা খাওয়ার ব্যাপারে সামর্থবান হওয়া। যদি এমন হয় যে, খাবারটি খুব গরম, এ মুহূর্তে খেতে পারবে না অথবা সে রোযাদার তাহলে সালাত মাকরূহ হবে না।

১২. মুসল্লী তার সম্মুখভাগে বা ডানে থুথু নিক্ষেপ করা : নামাযে বান্দাহ তার রবের সাথে কথপোকথন করে থাকে। তাই তার সম্মুখে বা ডানে থুথু নিক্ষেপ করা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাড়ায় তখন সে যেন তার সম্মুখভাগে থুথু না ফেলে। কেননা যতক্ষণ সে সালাতে থাকে ততক্ষণ তার রবের সাথে কথপোকথন করতে থাকে। অনুরূপ তার ডানেও যেন থুথু না ফেলে। কেননা তার ডানে ফেরেশতা থাকে। বরং সে যেন বামে অথবা তার পায়ের নিচে থুথু ফেলে [সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর : ৪১৬]।

১৩. পুরুষের লম্বা চুল পেছনে বেঁধে নামায পড়া : পুরুষদের চুল যদি লম্বা হয় তবে তা পেছন দিকে বেঁধে সালাত আদায় করা উচিত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার (লম্বা) চুলকে পেছন দিকে বেঁধে

সালাত আদায় করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তার দুই হাত বাঁধা অবস্থায় সালাত আদায় করে [সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর : ৪৯০]। এ হাদীসে চুল বেঁধে সালাত আদায়ের বিষয়টি পুরুষদের সাথে সম্পর্কিত। অন্যথায় মহিলাদের জন্য চুল বেঁধে সালাত আদায়ে কোনো সমস্যা নেই। বরং তাদের জন্য সেটিই উত্তম। কারণ তাদের চুল থাকবে পর্দার ভিতরে, যা বের হলে মহিলার সালাতই বাতিল হয়ে যাবে।

ইবনুল আশীর বলেন, লম্বা চুল খোলা থাকলে সাজদার সময় সেগুলো মাটিতে পড়ে যাবে। ফলে সাজদাকারীকে ঐ চুলের সাজদা করার সাওয়াব দেয়া হবে। পক্ষান্তরে বাঁধা বা গাঁথা থাকলে সেগুলো সাজদায় পড়তে পারবে না।

১৪. সালাম ফেরানোর সময় হাত দ্বারা ইশারা : এরূপ করা উচিত নয়। সাহাবাগণ এরূপ করলে রাসূলুল্লাহ স. তাদেরকে তা করতে বারণ করেন। তিনি বলেন, তোমাদের কী হল? তোমরা দুরন্ত ঘোড়ার লেজের মত করে হাত দ্বারা ইশারা করছ? যখন তোমাদের কেউ সালাম ফেরায় তখন সে যেন তার পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর প্রতি চেহারা ফেরায় এবং হাত দ্বারা ইশারা না করে [সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর : ৪৩১]।

পরিবার

বিয়ে ও পরিবার সমকালীন জিজ্ঞাসা

কানিজ ফাতিমা

Double standard নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এটা স্বাভাবিক যে নিজ মা-বাবা ও ভাই-বোনকে মানুষ অন্যের মা-বাবা ও ভাইবোন থেকে বেশি ভালবাসবে। আল্লাহ তা'আলা এটাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural law) করেছেন। কিন্তু এই ভালবাসা যখন কারও কাজ বা কথা বিচারের মাপকাঠি (Standard) হবে তখনই সেটা অবিচার, অন্যায় ও পক্ষপাতিত্বের (Biasness) জন্ম দেবে। ইসলাম এটাকে সমর্থন করেনা। ইসলামের হালাল-হারামের বিধান হল- 'যা হারাম তা সবার জন্য হারাম।' Social Laws of Islam বইতে লেখক Shah Abdul Hannan লিখেছেন, "Another principle of the permissiblity and prohibition in Islamic law is that what is prohibited, it is prohibited for all. Islam does not give any special privilage to rich or poor, white or black.." (p. 8)

হাদিস থেকে আমরা জানি যে, একবার ইহুদী গোত্রের ধনী পরিবারের এক স্ত্রীলোক চুরির দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে তারা এর বিচার নিয়ে আসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রায়ে তারা সন্তুষ্ট না হয়ে রাসূল (সঃ)-কে তুলনামূলক সহজ শাস্তির জন্য নানাভাবে অনুরোধ পাঠাতে থাকে। এর উত্তরে রাসূল (সঃ) বলেন, "মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা চুরি করলেও তার জন্য একই শাস্তির রায় হতো।" ইহুদী গোত্রটি গরীব পরিবারের জন্য একটি Standard ঠিক করেছিল আর ধনী-প্রভাবশালী পরিবারের জন্য অন্য Standard এ বিচার আশা করেছিল। রাসূল (সঃ) এ Double Standard এর বিরুদ্ধে মত দেন এবং সবার জন্য একটি Standard নিশ্চিত করেন। Double Standard মুসলিম চরিত্রের অংশ হতে পারেনা।

এখন আমি আমাদের পারিবারিক জীবনে ঘটে যাওয়া আরও কিছু Double Standard এর উদাহরণ তুলে ধরছি যাতে আমরা সচেতন হয়ে এসব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি-
উদাহরণ-১. নিজের মা-বাবা দ্বারা ভুল কিছু ঘটে গেলে বলি, "বুড়ো মানুষ, তাদের কথা এতো ধরতে হয় না। কি বলতে কি বলে ফেলেছে.... ক'দিন আর বাঁচবে... এ বয়সে একটু আধটু ভুল মানুষের হয়ই...।" একই ভুল শ্বশুর শাশুড়ি করলে বলি, "এত বয়স হল এখনও আকল হল না...।"

উদাহরণ-২. বোন জামাই বেশি সময় বাইরে কাটালে বলি, "ওর সংসারের প্রতি কোন মন নেই। বউ বাচ্চা ফেলে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে থাকে। বাচ্চাটাকে নিয়ে একটু পড়াতে বসাতে পারে, বউটাকে ঘরের কাজে সাহায্য করতে পারে।"

অন্যদিকে নিজে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেশি সময় পার করলে স্ত্রী তাতে আপত্তি জানালে বলি, "এজন্যই তো ঘরে আসতে চাই না... আসলেই অভিয়োগ... এটা করোনা, ওটা করোনা... আমার মন বলে কি কিছু নাই? বন্ধু বান্ধব সব ভুলে যেতে হবে তোমার জন্য?

আমরা সচরাচরই Double Standard করে বসি এবং এর শিকার হই। পারিবারিক জীবনে নিজ দিকের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ির দিকের আত্মীয়ের মধ্যে এটা ঘটলে স্বভাবতই আপনার স্বামী বা স্ত্রীর নিকট আপনার ন্যায়পরায়ণতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং তার মনে আপনার প্রতি সম্মান কিছুটা কমে যায়। এটা অহরহ ঘটতে থাকলে সম্মান কমতে কমতে তা ন্যূনতম পর্যায়ে চলে যায় যা পারিবারিক জীবনে দু'জনের সম্পর্কে বিরূপ প্রভাব ফেলে। কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন থাকা উচিত। এখন জানা যাক এই Double Standard কেন হয়। মূলত: দু'টো কারণে মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা তৈরি হয়-

১. নিজের ও নিজের আত্মীয়দের সম্পর্কে সম্মানবোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। কিন্তু তা যখন বেড়ে অহংকারে রূপ নেয় তখন মানুষ নিজেকে ও নিজের সবকিছুকে উচ্চশ্রেণীর মনে করে ও অন্যদের তুচ্ছ করতে থাকে এবং এ থেকে Double Standard তৈরি হয়।

২. Narrow preception বা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। যে কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে অনেকগুলো দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা সম্ভব। আমরা সর্বদা সবকিছুকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখি। অন্যেরও যে এতে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে তা ভুলে যাই বা বিবেচনায় আনি না। এটা সঠিক পন্থা না। আমাদেরকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সাথে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গীও বিবেচনায় আনতে হবে। বিশেষ করে পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই পরস্পরের অবস্থান থেকে ঘটনার বিশ্লেষণ বুঝতে হবে। একে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে পারলে Double Standard কমে যায় এবং পারস্পরিক সমঝোতা (Understanding) বাড়ে। (চলবে)

আপনার স্বাস্থ্য
ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা
ডাঃ মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এফআরসিপি

সম্প্রতি 'ডেঙ্গু' ভাইরাস সর্বত্র আলোচনায় কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েচে। ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ হিসাবে এ বিষয়ে বলার জন্য এ লেখা।

প্রথম জানা দরকার ডেঙ্গু কি?
ডেঙ্গু ভাইরাস ফ্লেভিভাইরাস গ্রুপের এক ধরনের আর, এন, এ ভাইরাস; এই ভাইরাস সাধারণ ট্রপিক্যাল ও সাব ট্রপিক্যাল অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলকে এর এন্ডেমিক বা অধিকমাত্রায় সংক্রমণ অঞ্চল হিসাবে ধরা হয়।

কি দিয়ে ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়ায়?
আমরা জানি ডেঙ্গু ভাইরাস মশার মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। এডিস এজিপটি দ্বারা সারাবিশ্বে ডেঙ্গু ছড়াতে পারে। তবে এশিয়া, ফিলিপাইন ও জাপানে এডিস এজিপটির পাশাপাশি এডিস এলবোপিকটাস দ্বারাও ডেঙ্গু ছড়িয়ে থাকে। এইসব মশা সাধারণত কোন ডেঙ্গু রোগীকে কামড়ানোর ৮ থেকে ১১ দিনের মধ্যে সংক্রমণে পরিণত হয় এভং একবার সংক্রামক হলে সারাজীবন রোগ সংক্রমণ করে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, ঐ সংক্রামক মশার ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এই রোগের সংক্রামক হয়েই জন্মাবে।
সংক্রমিত মশার কামড়ের পর এই ভাইরাস প্রথম আশপাশের লশিকা গ্রন্থিতে চলে যায়। সেখান থেকে লশিকা তন্ত্রে গিয়ে বিস্তার লাভ করে এবং রক্তে ছড়িয়ে পড়ে।

কিভাবে ডেঙ্গু বোঝা যাবে?
সুপ্ত অবস্থা সাধারণ ২-৭ দিন হয়ে থাকে। ডেঙ্গু সাধারণত স্বল্প সময়ের ভাইরাস ফিভার হিসাবেই পরিচিত। আক্রান্ত রোগীও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে দি না মারাত্মক ভাইরাল হিমোরেজিব ফিভারে রূপান্তরিত না হয়ে থাকে।

ডেঙ্গুর লক্ষণসমূহ
হঠাৎ উচ্চ তাপমাত্রার (40°C) দ্বিস্তরের জ্বর হয়ে থাকে।
মাংস পেশীর মারাত্মক ব্যথা অনুভূত হয়ে থাকে, এই জন্য ডেঙ্গুকে ব্রেকবোন ফিভারও বলা হয়ে থাকে। খুব মাথা ব্যথা হবে। আপার রেসিপিরেটারি সিম্পটম তথা হাচি, কাশি ইত্যাদি হতে পারে।
জ্বর কয়েকদিন পর স্বল্প সময়ের বিরতিতে আবার দেখা দেয়। এই সময়ে ৩য় থেকে ৫ম দিনের মধ্যে এক ধরনের লালচে রেশ (Maculopapular) প্রথমে শরীরে, পরে হাত-পা ও মুখে ছড়িয়ে পড়ে। রেশ দেখা দেয়ার কয়েকদিনের মধ্যে জ্বর পড়তে শুরু করে এবং রোগী ক্রমে আরোগ্য লাভ করে।
রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা :

কোন ভাইরোলজী ল্যাবরেটরিতে ডেঙ্গু ভাইরাস মাইসোলেশন বা এন্টিবডি টাইটারের ক্রমবর্ধন নির্ণয় করাই একমাত্র উপায়। রোগের স্পেসিফিক কোন চিকিৎসা নেই। তবে রোগের চিকিৎসা বলতে মূলত উপসর্গের চিকিৎসাকেই বুঝায়।

রোগের জটিলতা :

এনকেফা লাইটিস ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার (DHF) বর্তমান প্রেক্ষাপটে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বাচ্চারাই মূলত এই রোগে বেশী ক্ষতিগ্রস্ড় (Morbidity & Morrality) হয়ে থাকে। কেন ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে (DHF) হয়ে থাকে তার সঠিক কারণ এখনও নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও ডেঙ্গুর অস্বাভাবিক স্ড়র বিন্যাসকেই অদ্যাবধি স্বতৎসিদ্ধ কারণ হিসাবে ধরে নেয়া হচ্ছে।

কিভাবে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার ক্ষতি সাধন করে থাকে?

এক: ডেঙ্গু ভাইরাস শরীরের ছোট ছোট রক্ত সঞ্চালন নালী (Capillary) গুলোর প্রতি অথিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে এবং তাদের পানি নিঃসরণ (Permia bility) ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এতে করে রক্তের ঘনত্ব Hacmoconcentration বেড়ে যায়, রক্তের পরিমাণ হ্রাস পায় (Hypovolaemia), টিসু পারফিউশান ও অক্সিজেনেশান হ্রাস পায় (Reduced tissue Perfusion & Oxygenational) এসিডোসিস এবং অত্যাধিক মাত্রায় কোষ ধ্বংস (Widespread Cellular damage) হয়ে রোগী সকে (Shock) চলে যায়।

দুই : এন্টিজেন-এন্ডিবডি কমপে্লক্সের কারণে ডিসিমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার ক্লেশন (DIC) হয়ে থাকে।

তিন : লিভার কোষের পচন ধরতে পারে।

চার : কিডনীতে প্রদাহ হতে পারে।

পাঁচ : অস্থি মজ্জায় রক্ত কনিকা তৈরীতে প্রবল ক্ষতিগ্রস্ড় হতে পারে।

DHF এর লক্ষণসমূহ কি কি?

DHF এর প্রথম স্ড়রের শেষের দিকে রোগীর অবস্থা অতি দ্রুত খারাপ হতে পারে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল :

০ রোগী অস্থির হয়ে পড়ে

০ রোগী অধিক মাত্রায় ঘামাতে তাকে

০ রক্ত চাপ হ্রাস পায়।

০ টরনি কোয়েট টেষ্ট পজিটিভ হয়, পেটিক, একই মোসিস ও স্পোন্টেনিয়াস হিমোরেজ হয়ে থাকে

০ লিভার বড় হতে পারে এবং চাপলে ব্যতা অনুভব হতে পারে।

০ রক্তে প্রোটিন ও সোডিয়ামের পরিমান কমে যাবে এবং

০ লিভার এনজাইমের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

০ ফ্লটিং ফেক্টর ও ফিবরি নোজেন কমে যাবে।

রোগের পরিণতি :

চিকিৎসা না করলে শতকরা ৫০ জন এবং চিকিৎসা করলে শতকরা ৫ জন মারা যেতে পারে।

রোগ নির্ণয় করবেন কিভাবে?

পজিটিভ টরনিকোরেট টেষ্ট।
ক্রমাগত রক্তক্ষরণ।
থ্রোবো সাইট্রাপেনিয়া।
হিমোকনচেনট্রেশান।
এইগুলোর মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসা করণের কিভাবে?
প্রথম থেকেই রোগীর ফ্রইড ও ইলেকট্রালাই রেলেঞ্চ মেনটেউন করে যেতে হবে।
শকের (Shock) ক্ষেত্রে রোগীকে অক্সিজেন দিতে হবে।
রোগীর পানি স্বল্পতা দূর করতে হবে।
পানি ও ইলেক্ট্রোলাইট ঘাটতি যাতে না হয়। তার জন্য ৫% ডেক্সট্রোজ স্যালাইন ১০০ মি: লি: প্রতি কেজি শরীরের ওজনে অথবা ১০-১৫ মি: লি: রিংগারলেকটেট সোলিউশন প্রতি কেজি শরীরের ওজনে ইন্ট্রাতনাসলি (IV) একঘন্টা যাবৎ দিতে হবে। এবং রংগারলেকটেট সোলুমানের পরিবর্তে স্বল্পমাত্রায় ইলেক্ট্রোলাইট চালাতে হবে।
প্লাজমা বা তার সাবসটিটিউট দেয়া যেতে পারে।

এই ধরনের (Hyporensive/Shock) অবস্থায় রক্ত দেয়া যাবে না। তবে সকল থেকে উদ্ধারের পর রোগীর অতিমাত্রায় রক্তক্ষরণ হলেই কেবলমাত্র ব্লাড ট্রান্সফিউশান দেয়া যেতে পারে। হাইপো বোলোমিয়া ক্ষেত্রে-প্লাজমা ১০-২০ প্রতি কেজি শারীরিক ওজনে প্রতি ঘণ্টায় দিতে হবে।

হাইপোটেনসিড অবস্থায় হাইড্রোআর্টিসন দিতে হবে। সাথে সাথে আই.ভি ফ্লুইড দিয়ে যেতে হবে।
মেটাবলিন এসিডোসিলের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ৩.৭৫% সোডিয়াম বাই-র্কানেট ১-২ মি: লি: প্রতি কেজি শারীরিক ওজনে প্রতি ১০.১৫ মি: অন্ড়্র অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ড় দিয়ে যেতে হবে।

থ্রোম্বোসাইটোপেনিয়ার ক্ষেত্রে :
গ্রোস হিউমান প্লাটিলেট কনসেনট্রেট দিতে হবে। কেউ কেউ হেপাবিন ব্যবহারকেও উৎসাহিত করেছেন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে কোন ভেক্সিনেশান নেই। বস্ড়্ত ডেঙ্গুর স্বাভান বৈচিত্র্যই ভেক্সিনেশানের প্রধান অন্ড়্রায়। তবে ডেঙ্গুর প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হল ডেঙ্গু বহন ক্ষম মশা নিধন করা, মশারি ব্যবহারে অবস্থা হওয়া ও ঘরের দরজা, জানালায় মলকিউটো নেট ব্যবহর করা।

এই লেখা ডেঙ্গু বিড়াম্বনা থেকে দেশ ও সমাজকে কিন্ড়্ মাত্রায় হলেও উৎরাতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।
চেম্বার : মেডিনোভা, ৫/এ, ধানমন্ডী, ঢাকা।

আপনার জিজ্ঞাসা
জবাব দিচ্ছেন
মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

নাজরানা, ঢাকা

প্রশ্ন-১. হজ্জের নিয়ম পদ্ধতি সহজভাবে জানা যায় এমন একটি বইয়ের নাম জানতে চাই।

উত্তরঃ যারা হজ্ব পালনের জন্য সৌদি আরব গমন করেন তাদেরকে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে একটি হজ্জের বই জিদ্দা বিমান বন্দর ইমেগ্রেসন বিনামূল্যে দেয়া হয়। সেটি পড়ে অথবা সহীহ হাদীস থেকেও হজ্বের নিয়ম কানুন জানতে পারেন।

প্রশ্ন-২. ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকেও কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তরঃ ঋণ পরিশোধের পরে বা পুরো সম্পদ থেকে ঋণের পরিমাণ বাদ দেওয়ার পরে যদি যাকাত পরিমাণ অর্থ থাকে তাহলেই কেবল যাকাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন-৩. যাদু টোনা বা ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসার জন্য হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের কোন ওঝার কাছে যাওয়া যাবে কি?

উত্তরঃ হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান যে-ই হোকনা কেন এ ধরনের যাদু টোনা ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে যারা চিকিৎসা করে তাদের কাছে যাওয়া যাবে না। এটা জায়েজ নয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-৪. বিয়েতে গায়ে হলুদ দেয়া কি ইসলামে জায়েজ?

উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ গায়ে হলুদ দেয়া না জায়েজ নয়। গায়ে হলুদের নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আনন্দ উল্লাস, গান বাজনা একেবারেই না জায়েজ। মহিলাদের গায়ে কেবলমাত্র মহিলারা হলুদ দিবে এবং পুরুষের গায়ে কেবল পুরুষেরাই হলুদ দিবে এবং অংশ নিবে তাহলে এতে কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্ন-৫. কোরবানী করার সময় কি সকলের নাম দিতে হবে?

উত্তরঃ সঠিক নিয়ম হলো কোরবানী যার উপরে ওয়াজীব তার পক্ষ থেকে এবং সুযোগ থাকলে অন্যদের পক্ষে ও দেয়া যেতে পারে। কোরবানী দিতে হয় আল্লাহ্‌র নামে।

আহমাদ, ঢাকা

প্রশ্ন-৬. অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি?

উত্তরঃ বসে বসে কোরআন তেলাওয়াতে অক্ষম হলে শুয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে। এতে কোন সমস্যা হবে না।

প্রশ্ন-৭. মুখে অসুবিধা থাকায় ঠোঁট নেড়ে নামাজে সূরা পড়তে না পারলে মনে মনে পড়লে কি নামাজ হবে?

উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ, মুখে অসুবিধা থাকলে মনে মনে সূরা পড়লেও নামাজ হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-৮. স্ত্রী নিজের ইচ্ছায় তালাক নিলে সে ক্ষেত্রে দেন মোহর আদায় করতে হবে কি?
উত্তরঃ এ ক্ষেত্রে স্বামী দেনমোহর পুরোটা আদায় করতে বাধ্য নন।

প্রশ্ন-৯. সূরা তারাবীহ ২০ রাকাত জামাতের সাথে আদায় করলে কি সওয়াব বেশী হবে? যারা ৮ জামায়াত পড়েন তারাও বেশী ছওয়াব পাবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ৮ রাকাতই পড়ছেন।
উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ, অবশ্যই ২০ রাকাত পড়লে সওয়াবও বেশী পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন-১০. মাসিকের সময় আয়াতুল কুরসী, সূরা নাছ, ফালাক, ইত্যাদি দোয়া কালাম মুখে পড়া যাবে কি?
উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ, প্রাত্যহিক দোয়া কালাম যা আপনি সব সময় পড়েন সেগুলো পড়া যাবে। তবে কোরআন তেলাওয়াত করা বা স্পর্শ করার ব্যাপারে সব স্কলারগণ একমত নন।

প্রশ্ন-১১. আছর এবং মাগরিবের মাঝখানে কোরআন তেলাওয়তের সেজদা আদায় করা যাবে কি?
উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ, আদায় করা যাবে এতে কোন অসুবিধা নেই।

আলমাছ খান, সাতক্ষীরা

প্রশ্ন-১২. মাঝে মাঝেই আমি মধ্যরাতে অনেক খারাপ ও ভয়ের স্বপ্ন দেখি এটার কারণ ও এ থেকে বাঁচার উপায় কি?
উত্তরঃ অনেক সময় শারীরিক এবং মানসিক অসুস্থতার কারণে মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখে আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নিন এবং ঘুমানোর পূর্বে প্রতিদিন আয়াতুল কুরসী, সূরা ইকলাছ, ফালাক এবং নাস পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত মুছে দিতে পারেন। আশা করা যায় আল্লাহ আপনাকে এই সমস্যা থেকে মুক্ত করবেন।

প্রশ্ন-১৩. কোন ভালো কাজ করার পরে মনে কোন প্রকার তৃপ্তি আসলে কি গুনাহ হবে?
উত্তরঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে সওয়াবের আশায় কোন ভালো কাজ করার পরে মনে তৃপ্তি আসলে এবং কাজটি যদি লোক দেখানোর জন্য না হয় তাহলে এতে কোন গুনাহ হবে না। তবে মনে অহংকার জাগলে সেটা গুনাহের কাজ বলে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন-১৪. চলন্ত গাড়িতে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবার সময় ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় কিভাবে নামাজ আদায় করব।
উত্তরঃ ভিড়ের মধ্যে নড়াচড়া করা বা বসা সম্ভব না হলে যে অবস্থায় আছেন ঐ অবস্থায়ই ইশারায় নামাজ আদায় করতে হবে। অর্থাৎ নামাজে দোয়া দরূদ সূরা কেরাত সবই পড়তে হবে কেবল রুকু সেজদা মনে মনে করতে হবে।

প্রশ্ন-১৫. লাশের পাশে বসে কালেমা বা কোরআন তেলাওয়াত করা কি সওয়াবের কাজ?
উত্তরঃ লাশের পাশে বসে কালেমা বা কোরআন তেলাওয়াত করার কথা কোরআন হাদীসে কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই। এটি নিষিদ্ধ কাজ।

নাছির উদ্দিন, ঢাকা

প্রশ্ন-১৬. ক্বাবা ঘরের ছবি ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখলে বালামুছিবত কেটে যায়, ব্যবসায় উন্নতি হয় কথাটি কি সত্য?
উত্তরঃ জ্বী না, এ ধরনের কথা কোরআন হাদীস সম্মত নয়।

প্রশ্ন- ১৭. ধন্যবাদের প্রতিউত্তরে কি বলতে হয় ইসলামের আলোকে জানতে চাই?
উত্তরঃ কেউ ধন্যবাদ দিলে প্রতিউত্তরে বলা যেতে পারে "আপনাকেও ধন্যবাদ"।

প্রশ্ন-১৮. মেয়েদের সাথে কথা বলা বন্ধুত্ব করা কি না জায়েজ?
উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ, মেয়েদের সাথে বন্ধুত্ব করা ইসলাম সম্মত নয়। তবে প্রয়োজনীয় কথা বলা নাজায়েজ নয়। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, প্রেম করা, বন্ধুত্ব করা পুরুষের জন্য গুনাহের কাজ বলে বিবেচিত। মা, বোন, মেয়ে সহ যাদের সাথে দেখা করতে হিজাব করতে হয় না যাদের ব্যাপার আলাদা।

প্রশ্ন-১৮/ক. ভবিষ্যতে যাবনা, করবনা, এ ধরনের কথার ক্ষেত্রেও কি ইনশাআল্লাহ বলতে হবে?
উত্তরঃ ভবিষ্যতে যে কোন কথা ও কাজের ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ বলতে হবে। ভবিষ্যতে কোন ভাল কাজ না করার ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ বলা যাবে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-১৯. স্ত্রী বন্ধা হলে স্বামী অন্যত্র বিয়ে করেন। স্বামী বন্ধা হলে স্ত্রী সন্তানের আশায় অন্যত্র বিয়ে করতে পারবে কি?
উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে স্ত্রী তার স্বামীর নিকট থেকে তালাক নিয়ে অন্যত্র বিয়ে করতে পারবেন। স্বেচ্ছায় তালাক না দিলে কোর্টের মাধ্যমে তালাক নিতে পারবেন।

প্রশ্ন-২০. নাভীর উপরে হাত না বাঁধলে নাকি নামাজ শুদ্ধ হবে না কথাটি কি সহীহ?
উত্তরঃ জ্বী না কথাটি সহীহ নয়। বুকের উপর হাত বাঁধলেও নামাজ হবে, হাত না বাধলেও নামাজ হবে।

প্রশ্ন-২১. ফিক্সড ডিপোজিট করা টাকারও কি যাকাত আদায় করতে হবে?
উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ, ফিক্সড ডিপোজিট করা টাকারও যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন-২২. অজু ছাড়া হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর দরুদ পড়া যাকে কি?
উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ অজু ছাড়াও দরুদ পড়া যাবে শুয়ে বসে ও দাঁড়িয়েও দরুদ পড়া যাবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-২৩. আমি বর্তমানে যাকাত আদায় করি কিন্তু অতীতে অনেকদিন আদায় করিনি। আমার করণীয় কি?
উত্তরঃ আপনি আল্লাহর কাছে বেশী বেশী মাফ চাইতে থাকেন এবং বেশি বেশি দান খয়রাত করেন। সাধ্য অনুযায়ী অভাবী মানুষকে বেশি বেশি সাহায্য করেন এবং আশা রাখুন। আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিবেন। আল্লাহু গাফুরুর রাহীম।

প্রশ্নঃ ২৪. মৃত ব্যক্তির প্রতি খতম পড়ে দোয়া বখসে দেওয়া কি ইসলাম সম্মত?
উত্তরঃ জ্বী না, এ ধরনের দোয়া বখসে দেয়ার কথা কোরআন হাদীসে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

প্রশ্ন-২৫. মহিলাদের চুলে রঙ করা কি ইসলাম সম্মত?
উত্তরঃ চুলে কালো রঙ লাগানোর ব্যাপারে ইসলাম নিরুৎসাহিত করে। তবে মেহেদী লাগানো যেতে পারে। অন্য রং লাগানো যেতে পারে।

প্রশ্ন-২৬. গোসল করার সময় নারীদের গায়ে কোন কাপড় না থাকলে কি গোনাহ হবে?
উত্তরঃ গোসলখানার ভেতরে কাপড় ছেড়ে দিয়ে গোসল করলে তাতে কোন গুনাহ হবে না। তবে পরা অবস্থায় গোসল করাই উত্তম।

প্রশ্ন-২৭. গোসল করার পর অজু না করে নামাজ পড়া যাবে কি?
উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ, গোসল করেই নামাজ আদায় করা যাবে। অযুর প্রয়োজন হবে না। গোসলের সময় নিয়্যত রাখবেন নামায আদায়ের।

প্রশ্ন-২৮. জামাতে ইমাম সাহেবকে কোন অবস্থায় পেলে ঐ রাকাত আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে?
উত্তরঃ এটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যদি রুকু অবস্থায় জামাতে শামিল হয়ে একবার অন্তত সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলার সময় পাওয়া যায় তাহলে ঐ রাকাত পাওয়া গিয়েছে বলে গণ্য হবে।

প্রশ্ন-২৯. চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে যদি ২য় রাকাতে বসে তাশাহুদের পরে ভুলক্রমে দোয়া মাছুরা পড়া হয় তাহলে কি সহু সিজদা করা লাগবে?
উত্তরঃ তাশাহুদের পরে "আল্লাহুম্মা ছল্লিআলা মুহাম্মাদ" এই পর্যন্ত পড়ে ফেললে তাকে নামাজ শেষে সহু সেজদা করতে হবে। "মুহাম্মদ" পর্যন্ত বলার আগেই দাঁড়িয়ে গেলে সহু সিজদার প্রয়োজন হবে না। এটি নিয়েও মত পার্থক্য আছে।

প্রশ্ন-৩০. আমার আপন বড় ভাইয়ের ছেলে সন্তান নিয়ে অভাবে দিন কাটাচ্ছেন। তাকে কি যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে?
উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ আপনার ভাইয়ের অবস্থা যাকাত গ্রহণের মত হলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। ইসলামে এ ব্যাপারে কোন বাধা নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
প্রশ্ন-৩১. মা না হলে একজন নারী পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। ইসলামের আলোকে জানতে চাই।
উত্তরঃ সন্তান হওয়া না হওয়ার উপরে মানুষের কোন হাত নেই। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ার। তাই সন্তান না হলে কেউ পূর্ণতা লাভ করবে না এ কথাটি ইসলাম সম্মত কথা নয়। এ ধরনের কথার ইসলামে কোন ভিত্তি নেই।
প্রশ্ন-৩২. উত্তেজিত অবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে যদি বলে আমি তোমাকে তালাক দিলাম। আবার কিছুক্ষণ পরই ডেকে নিয়ে মেলামেশা করলে সেটি কি বৈধ হবে? এই তালাক কি তালাক বলে বিবেচিত হবে? ইচ্ছা করে নিঃসন্তান থাকার চেষ্টা করা যাবে না।

উত্তরঃ জ্বী না, এটি তালাক বলে বিবেচিত হবে না। এই মেলামেশাও বৈধ হয়েছে। কারণ একবার তালাক দেয়ার পরেই আবার স্বামী স্বেচ্ছায় ডেকে নিয়েছে তাই এটিকে তালাক বলা যাবে না।

প্রশ্ন-৩৩. রাতে নখ কাটলে কি গুনাহ হবে?
উত্তরঃ জ্বী না, রাতে নখ কাটলে কোন গুনাহ হবে না।

প্রশ্ন- ৩৪. চাচাতো বোন খালাতো বোন মামাতো বোন বিয়ে করলে নাকি হজ্বে যাওয়া যাবে না কথাটি কি ইসলাম সম্মত?
উত্তরঃ জ্বী না এ ধরনের কোন কথা কোরআন হাদীসে নেই। এটি অজ্ঞতা প্রসূত কথা।

প্রশ্ন-৩৫. ইসলামী ব্যাংকে মাসিক ১০০০ টাকা করে একটি এমএসএস একাউন্ট রয়েছে। ঐ টাকার যাকাত দিতে হবে কি?
উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ, ঐ টাকার যাকাত দিতে হবে।
প্রশ্ন-৩৬. জানাজার নামাজ অজু ছাড়াই পড়া যায় কথাটি কি সহীহ?
উত্তরঃ অযু ছাড়া জানাজার নামাজ পড়া যায় বলেও একটি মত রয়েছে। তবে অজু করেই নামাজ আদায় করা উত্তম।
সাফিনা আক্তার

প্রশ্ন-৩৭. মসজিদের ভেতরে কথা বললে নাকি ৪০ বছরের এবাদত নষ্ট হয়ে যায় কথাটি কি ইসলাম সম্মত?
উত্তরঃ জ্বী না, এ কথাটি কোরআন এবং হাদীসে কোথাও নেই। তাই এটি ইসলাম সম্মত কথা নয়। তবে যে কথায় মসজিদের আদব রক্ষা হয়না এমন কথা বলা যাবে না।

প্রশ্ন-৩৮. কোন আপনজন দুনিয়া থেকে চলে যাবার পর তার কি অবস্থা হলো সেটা জানার কোন উপায় আছে কি?
উত্তরঃ জ্বী না, মৃত্যুর পরে কি অবস্থা হলো এটার জানার কোন উপায় কোরআন হাদীস থেকে জানা যায় না। আল্লাহ্ সব জানেন।

আঃ হালিম, ঢাকা
প্রশ্ন-৩৯. পুরুষেরা সিকি পরিমাণ স্বর্ণ ব্যবহার করতে পারবে কথাটি কি ইসলাম সম্মত?
উত্তরঃ জ্বী না, কথাটি ইসলাম সম্মত নয়। পুরুষেরা কোন স্বর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না। ইসলামে এ ব্যাপারে কোন অনুমতি দেওয়া হয়নি।
প্রশ্ন-৪০. নাকফুল হারিয়ে গেলে স্বামীর অমঙ্গল হয় এ কথাটি কি ইসলাম সম্মত?
উত্তরঃ জ্বী না, এ ধরনের কথা মোটেও ইসলাম সম্মত নয়। এটা কুসংস্কার ও অজ্ঞতা প্রসূত কথা। এ ধরনের কথায় বিশ্বাস করা বরং অপরাধ বা গুনাহের কাজ বলে বিবেচিত।

ফেরদৌস ইমরান, সিলেট
প্রশ্ন-৪১. ওয়াক্ত মত ফজরের সালাত আদায় করতে না পারলে সূর্যোদয়ের কত মিনিট পরে উক্ত নামাজ আদায় করা যাবে? এবং ঐ নামাজ কি ক্বাযা বলে বিবেচিত হবে? সেই সাথে সুন্নতও পড়া যাবে কি? সুন্নত পড়া যাবে।

উত্তরঃ আপনি যদি ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে সূর্যোদয় হচ্ছে বা হয়ে গেছে তাহলে সূর্যোদয়ের ৫ মিনিট পরেই সুন্নত সহ ফজরের নামাজ আদায় করে নিবেন। আর ক্বাযা বলে কোন নামাজ নেই।

প্রশ্ন-৪২. পারফিউম বা আফটার সেভ লোশনে প্রিজারভেটিভ হিসেবে এ্যালকোহল থাকলে সেটা কি ব্যবহার করা যাবে? এতে কি নামাজ হবে?
উত্তরঃ যদি পারফিউমের গায়ে এ্যালকোহল আছে এটা লিখা থাকে বা আপনি নিশ্চিত হন তাহলে সেটি ব্যবহার করা যাবে না। আর ব্যবহার করলেও নামাজের পূর্বে ধুয়ে ফেললে পারফিউম চলে যাবে। তখন নামাজ পড়া যাবে।

প্রশ্ন-৪৩. প্রস্রাবের পর ঢিলা কুলুপ ব্যবহার করতে না পারলে কি এবাদত কবুল হবে? ঢিলাকুলুপ কি বাধ্যতামূলক?
উত্তরঃ শুধু পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনই যথেষ্ট। পানি পাওয়া না গেলে বরং ঢিলাকুলুপ ব্যবহার করতে হয়। রাসূল (স.) দুটো একসাথে ব্যবহার করেন নি বা করতে বলেন নি।

প্রশ্ন-৪৪. অর্থ ও তাফসীর সহ কোরআন শরীফ কি অজু ছাড়া স্পর্শ করে পড়া যাবে?
উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ তরজমা ও তাফসীর সহ কোরআন মাজীদ অজু ছাড়াও স্পর্শ করা ও পড়া যাবে। তবে অযুসহ পড়া তো সব সময়ই উত্তম।

মোঃ জাকির হোসেন, মহাখালী, ঢাকা
প্রশ্ন-৪৫. কোন হিন্দু সহকর্মীর খাওয়া পানির বোতল থেকে পানি খাওয়া জায়েজ কি? মুসলিম অমুসলিম এক পে□টে বসে খেতে পারবে কি?
উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ, হিন্দুর খাওয়া পানির বোতল থেকে পানি খাওয়া না জায়েজ নয়। আর যে কোন হালাল খাবার এক পে□টে মুসলিম অমুসলিম একসাথে খেতে পারবে। এটা ইসলামে না জায়েজ নয়।

প্রশ্ন-৪৬. কোন হিন্দুর স্পর্শ করা খাবার হারাম হয়ে যায় কথাটি কি সত্য?
উত্তরঃ জ্বী না কোন হালাল খাদ্য হিন্দু স্পর্শ করলেই তা হারাম হয়ে যায় এ ধরনের কথা কোরআন হাদীসে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

প্রশ্ন-৪৭. আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব দীর্ঘ মোনাজাত করেন। জুমার নামাজ শেষে মসজিদের বাইরে রোদে থাকা মুসলি□দের কষ্ট হয়। যদি ঐ মুনাজাত না করে চলে আসি নামাজের কোন ক্ষতি হবে কি?
উত্তরঃ নামাজ শেষে সকলে মিলে মোনাজাত করা সুন্নত তরীকা নয়। আর মোনাজাত নামাজের অংশও নয়। তাই মোনাজাতে শামিল না হলে নামাজের কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন-৪৮. আমার পরিচিত এক লোক কেবল ফরজ নামাজ আদায় করে সুন্নত কখনই পড়ে না তার নামাজ কি হচ্ছে?
উত্তরঃ জ্বী হ্যাঁ, তার ফরজ নামাজ আদায় হচ্ছে। তিনি সুন্নতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তিনি ঐ ব্যক্তির চাইতে ভালো যে ব্যক্তি ফরজ নামাজও আদায় করে না।

প্রশ্ন-৪৯. আমার জানামতে এক লোক সারাজীবন নামাজ রোজা না করলেও রাস্তায় রাস্তায় থেকেছেন। সাপ, ব্যাঙ, কাচা গোশত ইত্যাদি খেয়েছেন অনেক বড় বড় চুল নখ রেখেছে। তিনি মারা যাবার পর তার কবরকে মাজার বানানো যাবে কি?
উত্তর: জ্বী না, কোন লোকের কবরকে মাজার বানানো জায়েজ নেই। এমনকি নবী রসূলগণের কবরকেও মাজার বানানো হয়নি। তাই এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন-৫০. রোজার মাসে ইফতারের পর থেকে সেহরীর শেষ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস করা কি না জায়েজ?
উত্তর: জ্বী না, ইফতারীর পর থেকে সেহরীর সময় শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস নাজায়েজ নয়। এটা জায়েজ।

অনুলিখন : এস. এম. ফায়ছাল আযাদ